Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/60	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1270 b.s. (1863)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Shri Lalchand Biswas & Co
Author/ Editor:	Dwarakanath Roy	Size	10x17 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Prakrita Sukh	Remarks:	

প্রকৃত-সুখ।

KRISHNA CHANDRA SYE'S * LIBRARY * CALCUTTA

অর্থাৎ

প্রকৃত-সুখ কি, এবং তল্লাভের উপায়-সাধক
অমিত্রাক্ষর কাব্য।

শ্রীদ্বারকানাথ রায়
প্রণীত।

CALCUTTA SYE FAMILY LIBRARY

কলিকাতা

সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭০।—১৮৬৩।

পরম ক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দত্ত
সদাশয় বিদ্যোৎসাহিবরেষু।

প্রিয়তম !—তোমার তুল্য কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। সৎকাব্যের আলোচনাই তোমার নিত্যব্রত হইয়া উঠিয়াছে; এবং কবিতা-দেবীও তোমার প্রতি এরূপ সুপ্রসন্ন, যে তোমার রচিত কোন কোন কবিতায় আমার মনোমুগ্ধ হইয়াছে। ফলে, তুমি যেরূপ বিমলচিত্ত ব্যক্তি, তোমার এই কাব্যানুরাগিতা ও কবিতা-শক্তিই তাহার প্রকৃত পারিতোষিক বটে। বিশেষতঃ, তোমার কি মিত্রাক্ষর কিঁ অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দের প্রতিই তুল্যানুরাগ দৃষ্ট হয়। (ফলতঃ মিত্রামিত্র এই উভয় অক্ষরাত্মক ছন্দের প্রতি তুল্যানুরাগই উচিত বটে।) আর, আমার কাব্য-রচনার প্রতিও তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এই কারণে আমি গতবারে প্রকৃতি-প্রেম কাব্য তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এবারেও তো-

মার সেই সমস্ত গুণ আমার হৃদয়ক্ষেত্রে নিহিত থাকাতে, মদীয় চিত্তবৃত্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া আমি এই প্রকৃত-সুখ নামক অমিত্রাক্ষর কাব্য তোমাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম। এই কাব্য পূর্ব্বে মাসিক প্রভাকরে ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারই পরামর্শানুসারে সংশোধন পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। মহাত্মা কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেরূপ মিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেইরূপ শ্রীযুক্ত মাইকেল৹ মধুসূদন দত্ত মহোদয় এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং বাঙ্গলাদেশবাসী লোকদিগের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শুভার্থি

শ্রীদ্বারকানাথ রায়।

কলিকাতা, হিন্দু-বিদ্যালয়।
১৫ অগ্রহায়ণ, ১২৭০

CHANDRA SYE'S
SYE FAMILY LIBRARY

প্রকৃত-সুখ।

প্রথম সর্গ।

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥
অগ্নিপুরাণ।

কাব্যশাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
বিষ্ণুশর্ম্মা।

——— কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিং।
কালিদাস।

সুখ কি পরম ধন, এভব-ভবনে!
সুখহীন তনু জনু ধারণে কি ফল,
জীবের ধরায়। যেন, পরম সুন্দরী,
স্বকীয়া সতী না সাজে, বিনে, প্রাণসম
প্রিয়তম অনুকূল পতি। সেই রূপ,
সুখ বিনে, ধন-জন-যৌবন-সুযশো-
ঘোষণা-সম্ভ্রম আদি সকলি বিফল।
যদি সুখরত্ন, আর সংসারের ধন-
রত্ন, সংসারের অধিকার রহে এক
স্থলে। তবে, যে জন চতুর হয়, সেই
লয়, তার মাজে, সুখ অমূল্য-রতন।
অন্য ধন তার আর কিবা প্রয়োজন!
হেমে ত্যজি মতিমানে লয় কি রীতিকা?

কোথা গো মা, কবিকুল-জননি, তারিণি,
ত্রিদিব-বাসিনি, দেবি, অমৃত-ভাষিণি,
দয়াময়ি! এস দয়া করি, দীন-হীন-
অকিঞ্চন জনে। বল, কোথা সুখ আছে;
কেমনে পাব মা, তারে, বল গো সন্ধান।
তুমি বিনে, কেহ তার সন্ধান না জানে,
এজগতে। তাই, দীনদাস প্রাণপণে,
চরণ-কমলে তব লয়েছে আশ্রয়।
রস-ভাব-অলঙ্কার-গুণময় রম্য
বর্ত্ম তব। সেই বর্ত্মে এ দীন দাসেরে,
লয়ে যাও, দেখাতে মা, সেই মহাধনে।
সেই বর্ত্মে শুধু আছে: সে মহারতন
ধন। হৃদি-সিংহাসন-পাশে আছে, সেই
বর্ত্ম সুধাময়। এস এস মা জননি,
বস বস, হৃদিসিংহাসনে, আলো করি,
দাসের অন্তর-ধাম। তোমার লাগিয়ে,
তুমি বসিবে গো বলি, রেখেছি পাতিয়ে,
মহাযত্নে, মোর সেই হৃদিসিংহাসন।
তথায় বসিয়ে মা গো, সেই মহাবর্ত্ম
চিনাইয়ে দাও মোরে, সঙ্গে দিয়ে, তব
প্রাণসম প্রিয়তম শক্তি সহচরী।
তাঁহার সহায়ে আমি গিয়ে সেই পথে,
অবশ্য পাব গো, সেই অমূল্য রতনে।

মগধ নগরপতি, মহারাজ নাম
ধনপতি। ধনপতি হবেন কি তাঁর
তুলনা সংসারে; তিনি শুধু ধনপতি।
এই ধনপতি, ধনে, মানে, কুলে শীলে,
গুণগণে, বাহুবলে, প্রবল-প্রতাপে,
বিশাল রাজ্যাধিকারে, কি সৈন্যসামন্তে,
সকল বিষয়ে সম; কি কহিব আর!
তবে কোথা পাব আর তাঁহার তুলনা।
ত্রেতা যুগে এক মাত্র ছিল লঙ্কেশ্বর,
মহাবীর দশানন রক্ষঃকুল-পতি।
সকল বিষয়ে তাঁর তুল্য বটে, সেই
বীর চূড়ামণি। কিন্তু সেতো, ছিল সদা,
পরনারী চোর। তবে, হবে রে কেমনে,
তার সঙ্গে তুলনা তাঁহার! কোন দোষ
নাই যাঁর! তবে, বল দেখি, কোথা তাঁর
পাব রে, উপমা আর, না পাই ভাবিয়ে!
অনুপম সেই ভূপ এভব-ভবনে।
অরুণের উপমান আছে কি সংসারে?
সাগরের উপমান আছে কি ধরায়?
কিন্তু এ দারুণ দুঃখ কহিব কাহারে!
এরূপ অতুল-সুখ-সম্পদ পাইয়ে
মহারাজ, অতি কৃশ, জীর্ণ-শীর্ণ-তনু;
যেন, অতি দীন-হীন কোন ভিক্ষুজন।
হেরিলে সহসা বোধ হইবে এরূপ,

যেন কোন চিন্তাজ্বরে হয়ে জরজর,
হয়েছে, এরূপ তাঁর দীনহীন ভাব।
সেই দেশবাসী এক ব্রাহ্মণ-কুমার,
সুদীন যাঁহার নাম, অতি দীন-হীন।
সতত বলেন তিনি, আক্ষেপ করিয়ে
সর্ব্ব জনে।—আহা মরি, বিধাতার একি
বিবেচনা, বুঝিতে না পারি কিছু আমি।
কেন কেন দিল বিধি, এমন অসুখী
হতভাগ্য জনে, এত অতুল সম্পদ।
এত ভোগসুখে তার নাই কোন সুখ
চিতে; সদা দহে, ঘোরতর চিন্তানলে।
আহা মরি মরি, আমি এ কৌতুক কব
আর কারে! সুধায় থাকিয়ে না কি কীট,
অহরহ পিপাসায় তনু ত্যাগ করে?
ধিক্‌রে বিধাতা তোরে ধিক্ ধিক্ ধিক্।
এমন অপাত্রে তব, কেন কেন, এত
অমিত প্রসাদ? যেন যাচিয়ে স্বকরে
সুধা দান। ওরে বিধি, এ কেমন বিধি!
তুমি বুঝি, মণিদান করেছ ফণীরে;—
তুমি বুঝি, নলনালে বেড়েছ কণ্ঠকে;—
তুমি বুঝি, কলঙ্কী করেছ সুধাকরে;—
তুমি বুঝি, যৌবনেরে করেছ অস্থির
মর্ত্ত্যলোকে। এমন অসুখী ভাগ্যহীন
অভাজনে, যে দিলে রে, এমন অতুল

রাজ্যপদ; অবশ্য সে দুষ্ট পক্ষপাতী,
করেছে রে, এসকল কাজ! তাই আমি
জেনেছি, তুমি হে, অন্য কোন দুষ্ট বিধি।
তুমি কভু নও বিশ্বরচয়িতা বিধি।
সে বিধির নহে কভু এমন কুবিধি।
তিনি শুধু গুণনিধি, পক্ষপাত-হীন।
ওরে বিধি, যদি মোরে দিতে সে সম্পদ
দয়া করি; তবে কত ভোগসুখে আমি
মজিতাম নিরন্তর, কব তা কাহারে!
যেমন কমল-কলি, তরুণ-অরুণ-
কিরণ-পরশে মনে, হয়ে মহাসুখী,
হয় হাস্যমুখী। সেই রূপ, মম মন
পরম প্রফুল্ল হত, সদা ভোগসুখে।
কভু নানাবিধ মণি-রচিত রতন-
সিংহাসনে, ভুবন-মোহন রাজবেশে,
আত্মীয় কুটুম্ব পারিষদ পরিবৃত
হয়ে, বসিতাম, সভা উজ্জ্বল করিয়ে;
অমরমণ্ডলে যেন দেব আখণ্ডল।
মধুর-মূরতি-ধর পরম সুন্দর
কিঙ্করে ধরিত শিরে, মণিময় ছত্র;
ক্ষীরোদশায়ীর শিরে, যেমন অনন্ত
অহিরাজ, ধরেন মাণিকযুত ফণা।
শিখিপুচ্ছ-বিরচিত বিচিত্র ব্যজনে,
ব্যজন করিত সদা, অতি সুকুমার

কুমার, কুমার সম। ভাবিলে সে শোভা,
ভাবুকের মনে পড়িত সে শক্রধনু।
মস্তক উপরে নানা রতন-খচিত,
বিচিত্র-রচিত চন্দ্রাতপ; আহা মরি,
কি শোভা পাইত! যেন, তারকা-ভূষণ
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়ে বসি গগণমণ্ডল।
সমুখে দাঁড়ায়ে বন্দী করিত স্তবন,
সে স্বর-লহরী-রস কহিব কাহারে!
বুঝি সুধামাখা কল-কোকিল-কাকলী,
সে স্বরের পাশে পাঠ করিত স্বীকার,
সদা বিমোহিত হয়ে, অতি ভাব-ভরে।
মম প্রজাপালনের উপমান কোথা
পাব আর, ভাবিয়ে না পাই ত্রিভুবনে।
কেবল ছিলেন সেই রাম রঘুমণি,
আর সাধু জনক যতেক এ সংসারে।
কথন অপূর্ব্ব বেশ ধরিয়ে স্বগণে,
উত্তুঙ্গ-তুরঙ্গ-যান, করি আরোহণ,
রাজপথ আলো করি, ভ্রমিতাম সুখে।
সে রূপ, সে বেশ, আর সে ভাব দেখিলে,
আপনি আসিয়ে রূপ, বেশ, ভাব-দেব
লইতেন অনুরাগে আমার আশ্রয়।
দেখিলে সে ভাব ভাবে ভাবুক সকল,
মোহিত হইয়ে মনে, বলিত নয়ন-
যুগে, সম্বোধন করি;—ওরে আঁখি, তুমি,

কেন কেন, বার বার, ঢাক সর্ব্ব অঙ্গ,
পলকাবগুণ্ঠনে, নূতন বধূ-প্রায়।
যদি দেখিবে রে, এই ভুবন-মোহন
ভাব ভবে, অবাধে, মনের সুখে, সদা,
তবে অবগুণ্ঠনেরে আজি কর ত্যাগ।
বাধা না ঘুচালে সুখে দেখিবে কেমনে।
এ আপদে কেন আর রেখেছ পুষিয়ে?
কভু নানা উপাদেয় চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-
পেয়, সুধা সম বড় রসে করিতাম
ভোজন, বসিয়ে মণিময় পীঠোপরি।
প্রফুল্ল কমল সম সুন্দরী রমণী,
সুললিত করে পরিবেশন করিত।
কমলা কমল-করে করেন যেমন,
পতি পিতাম্বরে পরিবেশন পীয়ূষ।
কথন কথন কল-কোকিল-কাকলি-
কূজিত-কুসুম-কুঞ্জ-কানন-কুটীরে,
করিতাম কত কেলি, কুটিল-কুন্তলা
কষিত-কনক-কান্তি কৃষাঙ্গী কামিনী-
কুল-সঙ্গে। যেন, সেই রস-বৃন্দাবনে,—
মঞ্জু কুঞ্জবনে, ব্রজনারী সঙ্গে রঙ্গে
বিহরেন ব্রজরাজ ত্রিভঙ্গ মুরারি,—
অধরে বাঁশরী। সে সকল বালা রূপ
বরণন কি করিব আর! বুঝি বিধি,
সংসারের যত রূপ-লাবণ্য-লহরী;

আর, ভাব-হাব-হাস-বিলাস-বিভ্রম-
হেলা-লীলা-উদারতা-ধৈর্য্যাদির সারে
রচিতেন সেই সব ললিত-ললনা।
অতি বিচিত্রিত বেশ ধরিত সে সবে,
হেরিলে সে শোভা, কোন্ ভাবুকের মনে
না পড়িত, শিখীর শিখায়, শিখিনীরে
হেরিয়ে যখন শিখী নাচে ভাব ভরে।
আমার বিরহ এক পলক সহিতে,
কভু না পারিত তারা ; কি আর বলিব !
তিলেক বিরহে তারা বিরস-বদনা
হত। কে না জানে কমলিনী,—কে না জানে
সূর্য্যমুখী, বিভাবসু-বিরহে হয় রে,
বিষম দুঃখিনী। আর, হসিত বদন,—
ললিত লাবণ্য থাকে, তাদের কি কভু ?
এই রূপে মনোসুখে, খুলিয়ে নিয়ত
বিলাস-দুয়ার ; কত মত ভোগ-সুখে
মজিতাম অহরহ, কে করে গণনা।
ওরে মন, আর কেন, কর তুমি এত
খেদ। জান না যে বিধি বাম তোরে সদা।
বিধি যারে বাম, তার দুঃখের ক্রন্দন
শুনিবে কে আর, তার অরণ্যে রোদন
মাত্র সার; কি কহিব আর ! ওরে বিধি,
এই কি তোমার রজোগুণের গরিমা,
অপাত্রে অমিত দান পাত্রে কৃপণতা।

এ রজোগুণের চেয়ে বহুগুণে ভাল
তমোগুণ। ধিক্ ধিক্ রজোগুণে তব !
কি আর অধিক আমি বলিব তোমারে।
ফণীর মাতার মণি হরণ করিয়ে,
পরাইয়ে দিলে, যেন মহীলতা-শিরে।
মহীলতা-শিরে মণি সাজে কি কখন ?

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে দ্বিজ-বিলাপ নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

এই রূপে, যথা তথা ব্রাহ্মণ-কুমার,
করেন কতই খেদ দিবস রজনী।
ক্রমে ক্রমে, নৃপতির শ্রবণ-গোচর
হল, তাঁর সে সব ভারতী। এক দিন
ধনপতি নরপতি বৃহস্পতি সম,
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পারিষদ-বৃন্দ
পরিবৃত হয়ে; নানা চিত্র-বিচিত্রিত
রতন-রচিত সভামণ্ডপে করিয়ে
রম্য পরিচ্ছদ; চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত,
ইন্দ্র-নীল-মণিময় রাজসিংহাসনে,
বসিলেন বার দিয়ে, প্রভাত সময়।
বুঝি সুরশিল্পী নিজ নৈপুণ্য যতেক,
সকলি করিয়ে ব্যয় রচিল এ সভা।

কোথায় ইহার আমি তুলনা পাইব।
শুধু তুলা হতে পারে ময়ের রচনা।
যদি বল,—স্বভাব অভাব এই ভাব,
এ ভাবে কি ভাবুকের হয় ভাব লাভ ?
ইহার উত্তর তবে শুন মন দিয়ে।
সুকৌশলে সুরশিল্পী স্বভাবের সহ
ঐক্য করি, রচিলেন এই মহাসভা।
চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, ইন্দ্রনীলমণি-
বিভা হেরিলে রে, কোন্ ভাবী না ভাবিবে,
সুধাংশু তপন, আর নবীন-নীরদ-
ভাব! যে নীরদ-বিভা ধরি, ব্রজরাজ
হরি, বিহরেন বৃন্দাবনে শ্রীরাধার
মনোধন হরি। তবে, বলনা কেমনে,
স্বভাব অভাব হবে এ সভামণ্ডপ।
এরূপে স্বভাব সহ একতা করিয়ে,
সভার সকল দ্রব্য হয়েছে রচিত।
সেই সভামণ্ডপে বসিয়ে মহীপাল,
আদেশ করেন দূতে, আনিতে সভায়
সেই দীন-হীন দ্বিজসুতে। শুনি দূত
চলিল অমনি। দ্বিজসুত-পাশে আসি,
কহে দূত,—ওহে দ্বিজসুত! মহারাজ
ধনপতি; করেছেন আহ্বান তোমারে
আজি। চল ত্বরা করি, বিলম্ব না সয়।
তোমার লাগিয়ে, ভূপ সভা সাজাইয়ে,

আছেন বসিয়ে। শুনি, অমনি সভয়ে
দ্বিজ হয়ে অতি ভীত, হয় সচকিত।
কালের কিঙ্করে দেখি যেন মহাপাপী।
ভাবে মনে বুঝি, রাজা মোর নিন্দাবাদ
শুনিয়ে থাকিবে। সেই ক্রোধে মোরে আজি,
ডাকিয়ে দেবে রে, বুঝি তার প্রতিফল!
হায় হায় কেন এত বাড়ালাম মুখ!
হায় হায় কেন মতি হইল এমন!
যে জন যে পাপ করে, তার মন শুধু
সেই দিকে, সকল বিষয়ে সেই ভয়।
সকম্পিত কলেবরে,—কম্পিত অধরে,—
স্তম্ভিত হইয়ে কহে;—ওরে দূত! পুন
কহে, ওহে রাজদূত! কেন কেন, বল,
মহারাজ ডাকিলেন, এই দীন হীন
অকিঞ্চন জনে? কোথা আমি ভিক্ষাজীবী
দীন-হীন দ্বিজ। কোথা তিনি রাজরাজে-
শ্বর মহারাজ। তাঁর এ দীনে কি কাজ?
শৃগালে আহ্বান কভু করে কি কেশরী
মৃগরাজ? শৃগালেরে কি কাজ তাঁহার?
দূত কহে,—যেতে হবে অবশ্য তোমারে;
রাজ-অনুমতি আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
অবশ্য তোমারে আমি যাইব লইয়ে।
তোমার কথায় আমি কভু না ভুলিব,
ওহে দ্বিজসুত! তুমি যা বলিবে, আমি

বধির হইয়ে রব। বেগবান বাণ
কভু শুনে কার স্তুতি? ফিরিয়ে কি যায়?
শুনি দ্বিজ দূত-সঙ্গে চলিল সভয়ে,
কাঁপিতে কাঁপিতে। যেন, যমালয় যায়,
মহাক্লেশে মহাপাপী যম-দূত-সঙ্গে।
দূত-সঙ্গে দ্বিজ-সুত আসিয়ে হইল
উপনীত। থর থর কম্পমান তার
ওষ্ঠাধর, আর সর্ব্ব অঙ্গ; রসহীন
বদনমণ্ডল। অতি সুদীন-বদনে,—
সুদীন-নয়নে, দ্বিজ অনিমিষ হয়ে,
চাহিয়ে রহিল শুধু মহারাজ-প্রতি।
শার্দ্দূলের কাছে যেন দাঁড়াল শৃগাল।
দ্বিজেরে হেরিয়ে রায় সম্ভ্রমে উঠিয়ে
সিংহাসন হতে, তারে করেন প্রণাম,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে। লয়ে আসন স্বকরে,
বসিতে দিলেন তাঁরে। বসিল সে দ্বিজ-
সুত তথা। মহারাজ গলবস্ত্র-কৃতা-
ঞ্জলি হয়ে, দাঁড়ালেন দ্বিজের সমুখে।
ভূপের এ ভাব দেখি, ভাবুকের মনে
পড়ে, রাম রঘুবরে। তিনি রাজ-রাজে-
শ্বর পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে, অতি
দীনহীন দ্বিজগণে, করিতেন কত
সমাদর। ধনপতি ভূপতির দেখি
সেই ভাব। কহেন গম্ভীর স্বরে রায়,—

আমি তব কিছুই অহিত না করিব,
করিব তোমার আজি মনের বাসনা
পূর্ণ; কর' না হে তুমি কিছুই আশঙ্কা।
যদি হে একান্ত তুমি ভেবেছ অন্তরে,
কেবল সম্পদে মাত্র লাভ হয়, সুখ
অমূল্য রতন। তাই আজি আমি, ওহে
মহাশয়! উৎসর্গ করিব এইক্ষণে,
চরণকমলে তব, সর্ব্বস্ব আমার।
রাজ্য-ধন-জন-সৈন্য-সামন্ত-ভবন-
কোষাগার আদি কিছু যা আছে আমার,
সকলি দিলাম আমি, তোমারে হে আজি,
সভাসাক্ষী করি, আর স্বত্ব ত্যাগ করি।
আমি তব এক মাত্র কর্ম্মচারী হয়ে,
রহিব তোমার পাশে, হয়ে আজ্ঞাধীন
তব। যদি তব সুখ বোধ হয় রাজ্য
ধনে, তবে মম রাজ্য অবাধে কর হে
অহরহ ভোগ। আর, নানা ভোগ-সুখে
মজাও অন্তর তব যাহা ইচ্ছা হয়।
এত বলি মহারাজ মন্ত্রপূত করি,
রাজ্যপদ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করি দ্রুত,
করিলেন সুদীন দ্বিজেরে সম্প্রদান।
লোকে যেন মল-মূত্র-ক্লেদাদি পদার্থ
অনায়াসে করে ত্যাগ; সেই রূপ ভূপ
করিলেন পরিত্যাগ, এমন অতুল

ঐশ্বর্য্য ; অক্লেশে, অকপটে, অনায়াসে,
নির্ম্মম, নির্ম্মায় হয়ে, অক্ষোভ অন্তরে।
ভূপের এ ভাব দেখি, ভাবুক সকলে,
ভাবে ভোর হয়ে, বলিবে সে বলিরাজে,
আর, হরিশ্চন্দ্র ধীরে, আর কর্ণবীরে,
সম্বোধন করি,—ওহে মহোদয়গণ,
আজি বুঝি, তোমাদের জনমিল এক
সহোদর, তোমাদের এক ধর্ম্মাক্রান্ত।
সবে জানে কল্পতরু রহে সুরপুরে,—
নন্দন কাননে। সেই কল্পতরু বুঝি,
ধরিল এ নররূপ লীলার লাগিয়ে।
তা না হলে নরে কোথা ধরে রে, এ রূপ
গুণ কল্পতরু বিনে, এ মহীমণ্ডলে!
ও গো মা, বসুধে, দেবি, আজি তুমি, এই
সুপুত্র পাইয়ে ধন্য হইলে ভুবনে।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে রাজ্যদান নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

হল দিবা অবসান। সাগর-তরঙ্গে
রবি কিবা শোভা পান, আহা মরি মরি!
এত যে তাঁহার তেজ, সে সকল গেল
কোথা। যেন সিন্দূর-মণ্ডিত স্থাল কাঁপে

থর থর। বুঝি রবি সমস্ত দিবস
স্বকরে হইয়ে দগ্ধ, স্নান করিবারে,—
শীতল হইতে, পশিলেন সিন্ধুনীরে।
অতি নিদাঘের অন্তে অতি জলসেবা
করি, অতি শীতল হইয়ে, তাঁর বুঝি
ধরেছে রে কম্প, তাই কাঁপিছেন এত।
কিবা তমোময়ী তমস্বিনী তাঁরে পরা-
জিত করিবে রে বলি, অভিমানে, মহা
ক্রোধে, ঝাঁপ দিয়ে সিন্ধুনীরে কম্পমান
তনু। শত্রু-অপমান বল কার সহে ?
সুররাজে অসুরে করিলে পরাজিত,
সুররাজ সুস্থির কি থাকেন অন্তরে ?
রবি যদি যান দিন থাকেন কেমনে
আর ? অতি হীনবেশে অতি দীনভাবে,
দিনমণি-সঙ্গে করিলেন অন্তর্ধান।
প্রাণ গেলে মন কারো রহে কি শরীরে ?
দিনমণি আর দিনে পলায়িত দেখি,
ধরিয়ে গম্ভীর ভাব,—পরিয়ে প্রগাঢ়
অসিত বসন, অঙ্গে কিবা তারাবলী-
খচিত নিচোল। (তার তুলা পাব কোথা ?
বারাণসী-বাস তার হতে চায় তুলা!
খদ্যোত খদ্যোত-তুলা হবে কি বল না!)
শিরে শোভে সুধাংশু-মুকুট মনোহর।
এরূপে রজনী রাণী ধরি রম্য বেশ,

ভেটিলেন আসি ত্বরা স্বভাব রাজারে।
স্বভাব ধীরারে পেয়ে হইয়ে সুধীর,
প্রেমতত্ত্ব-রসে মন মজালেন সুখে।
যে স্বভাব অতিশয় চঞ্চল-স্বভাব,
দেখ সঙ্গগুণে তিনি হলেন সুধীর।
সাধুসঙ্গ-গুণের অসাধ্য কিবা আছে?
যদি বল তমোময়ী তমস্বিনী নিশা,
তার এত গৌরব বাড়াও কেন কেন?
যে শুধু তামসী তার রূপ-গুণ কিবা,
বুঝিতে না পারি। শুন, ইহার উত্তর।
রজনীর বাস শুধু অসিত বরণ,
কিন্তু তার রূপ-গুণ স্বরগের সুধা।
কে না জানে নীল বাস, সুন্দর শরীরে
সাজে ভাল। রসময়ী রজনী করেন
তাই নীল বাসে বেশ, নিজ মনোসাধে,
তুষিতে প্রিয়েরে নিত্য ধনে ভজনের,—
নিত্য প্রেম সাধনের,—সুধাসহোদর
নৃত্য-গীত আদি আমোদের,—আর নর
নারীর অমূল্য প্রেম লাভের সময়,
কেবল রজনী রসময়ী। যে সময়ে
নরকুল-জন্ম হয় জননী জঠরে,
অবনি-ভূষণ হয় যারা। তবে আর,
রূপ-গুণহীনা তাঁরে বলিবে কেমনে।
নিশা সম রূপে গুণে কে আছে জগতে!

কিন্তু যত দস্যু-চোর-লম্পট-অসতী,
এমন সুন্দরী জনে কেবল করেছে
কলঙ্কিনী। চাঁদেরে যেমন শশ-শিশু।
হায় হায় এ দুখ রাখিতে নাহি স্থল!
এই রূপে নিশা-দেবী এমর্ত্ত্য ভুবনে,
হলেন প্রকাশ ধরি, শান্তি-সখী-করে।
রাজসভা হইল রে ভঙ্গ! ভূপতির
কর্ম্ম দেখি, পাত্র-মিত্র আদি করি, সভা-
জন যত, সকলেই সবিস্ময় অতি।
বিষণ্ণ ব্যাকুল-চিত্ত হইয়ে তখন,
বিদায় হইল সবে হাহাকার রবে!
এভাবের উপমা কোথায় পাব আর।
অকস্মাৎ রামবনবাস-কথা শুনি,
দশরথ-সভাভঙ্গ হয় রে যে ভাবে!
এই ভাব অবিকল দেখি সেই রূপ।
গৃহে গিয়ে সভাসদ সকলে, কত না
বিতর্ক করেন মনে সমস্ত রজনী।
এদিকে রাজার আজ্ঞা শিরে ধরি সেই,
দীন-হীন দ্বিজসুতে, রাজদূতে লয়ে
যায় রাজ-বিশ্রাম আগারে। তথা অতি
স্নিগ্ধ জলে, তার পদ প্রক্ষালন করে,
কমল-কোরক সম অতি কমনীয়
করে, কিবা কমলনয়না কোমলাঙ্গী
যতেক যুবতী। পরে, অঙ্গ সংস্কার

করি, কিবা সুধাংশু-সন্নিভ রাজযোগ্য
পরিচ্ছদ, আর কিবা মল্লিকা-মালতী-
যূথী-জাতী নানা জাতি কুসুম-রচিত
ফুল-হার পরায় রে! আমরি কি ছাঁদে!
রাজবেশ সাজে কি রে, ভিক্ষুক-শরীরে!
এ কৌতুক কব আর কারে! মরি! যেন
উত্তুঙ্গ তুরঙ্গ সজ্জা রাসবের অঙ্গে।
নানা উপভোগ ভোগ হেতু দিল তারে।
দুগ্ধফেণ-নিভ কিবা শয্যা পাতে। যেন
চন্দ্রমারে চতুষ্কোণ করিয়ে, কলঙ্ক
ঘুচায়ে, রেখেছে অতি যতনে, কৌশলে।
উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমা সমা,
ভুবনমোহিনী যত নবীন যুবতী,
আসি তথা, প্রেমের নিগড়ে তারে বদ্ধ
করিবারে, কত রস করিছে প্রকাশ।
হাব-ভাব-রসোল্লাসে লীলা-বিলাসিনী
তারা। কিবা শোভা পায়, হাসির হিল্লোল,
বদনমণ্ডলে। যেন দামিনী-মণ্ডিত
নিরমল-কীলাল-লহরী; আহা মরি!
এই রূপে রাজভোগ-বিলাসে, তাহার
কিছু মাত্র সুখ বোধ না হয় অন্তরে।
ফলে যার কভু ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন কন্থা,
ক্লিষ্টা নারী বিনে, আর হয় নাই ভোগ;
তার কভু রাজভোগ ভাল লাগে মনে?

শূকরে শূকরী ত্যজি চায় কি অপ্সরা?
শাখামৃগ শাখা ত্যজি চায় কি প্রাসাদ?
বিশেষে অভাবনীয় রাজভোগে দ্বিজ,
ব্যাকুল হয়েছে মনে বিষম চিন্তায়।
ভাবে বুঝি, আমার নিন্দায় নরপতি,
অতি ক্রোধভরে, জনমের মত মোরে
ভোগসুখে মজাইয়ে করিবে রে বধ!
চিরকাল প্রচলিত আছে এই প্রথা।
বধমঞ্চে যাবার এইতো পূর্ব্বক্রিয়া।
নহে কে কোথায় ডাকি দেয় রাজ্যপদ?
রাজা মোরে বলিলেন রাজ্য দান কালে;—
যদি হে তোমার মতে,—কেবল বিভবে
মাত্র লাভ হয় সুখ; তবে আজি আমি,
করিলাম সমর্পণ, সর্ব্বস্ব তোমারে।
একথায় বোধ হয় রাজার জন্মেছে
বিষয়ে বৈরাগ্য। কিন্তু রাজকুল-ভাব
অতি চমৎকার! রাজাদের তুষ্টি-রুষ্টি
উভয়ি সমান। রাজপ্রিয় জনো কভু
হয় তাঁর ক্রোধের ভাজন, অকস্মাৎ।
যেন অতি সুধীর প্রশান্ত পারাবারে,
যে পোত চলিছে অতি সচ্ছন্দে, নির্ভয়ে,
অকস্মাৎ বাত্যাযোগে সেই পারাবার,
বিষম অশান্ত হয়ে গ্রাসে সেই পোতে।
রাজগতি অবিকল দেখি সেইরূপ।

অকস্মাত্ রাজক্রোধে অনেকের সর্ব্ব-
নাশ হয়। তাই বলি, কেহ কভু রাজ-
প্রসাদে বিশ্বাস না করিবে, কোন ক্রমে।
এই রূপে দ্বিজসুত বিষম চিন্তায়,
যামিনী যাপন করে। বিলাস-ভবন
সেতো তার বোধ না হয় রে! বোধ হয়,
যেন যমালয়,—ভয়ঙ্কর কারাগার।
অনন্তর প্রভাত হইল বিভাবরী,
অন্ধকার দূরে গেল। সমুদিত বাল-
রবি পূর্ব্বদিক ভাগে। যেন সুরবালা
নীল বসনের অবগুণ্ঠন ত্যজিয়ে,
দেখালেন শ্রীমুখমণ্ডল। প্রফুল্লিত
হইল রে, কমলে কমল, দিনকরে
দরশন করি! যেন পরম সুন্দরী
বিরহিণী রমণীর বদনমণ্ডল,
সুপ্রসন্ন হেরি নিজ নাথে। নানাবিধ
বিহঙ্গম করে কলধ্বনি। যেন বন্দি-
গণ স্তুতি পাঠ করে, রাজার সভায়;
রাজআগমন-বার্ত্তা জানাতে সবায়।
নানা জাতি কুসুম হইল বিকসিত।
বনিতার বিমল বদনে যেন হাস্য-
চ্ছটা। ধীরে ধীরে বহে ধীর সমীরণ।
যেন বিশ্ব-প্রকৃতির শোভায় হইয়ে
মোহিত, ভাবুক জন মৃদু মৃদু পদ-

সঞ্চারে, হইয়ে ভাব-ভরে ভোর, করে
দরশন, উদার অন্তরে। এই রূপে
প্রভাত হইলে, দ্বিজসুতে বসাইল
রাজসিংহাসনে, প্রাতঃকৃত্য করাইয়ে,—
পরাইয়ে মণিময় পরিচ্ছদ। তার
উপমা কোথায় পাব আর! যেন বৈজ-
য়ন্ত পুরে, শক্রসিংহাসনে, ঘণ্টাকর্ণ
দেবতায় বসাইল, সুররাজবেশে।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে রাজ্যলাভ নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর পাত্র-মিত্র-প্রজাজন সবে,
মিলিত হইয়ে, ধনপতি মহারাজে
যোড় করে, করে নিবেদন।—মহারাজ!
ভবদীয় ব্যবহার দেখিয়ে, আমরা
সবে, মহা সবিস্ময় হয়েছি অন্তরে।
কত যুগ যুগ তপ করি,—কত পুঞ্জ
পুঞ্জ পুণ্যফলে, পায় নর রাজপদ,
হয় দণ্ডধর। একি সামান্য প্রাক্তন
তার; নর হয়ে নরপতি, নরবর,
নরপাল, নরেশ্বর হয় যেই জন।

দুরলভ নরজন্ম পাইয়ে যে নর,
নরকুল-পতি হয়; তাহার ভাগ্যের
কথা, বলে সাধ্য কার। জগদীশ ধরা-
পতি, কে না জানে ধরাধামে। সেই রূপ
ধরাপতি দণ্ডধর নর। ঈশ্বরের
প্রতিনিধি, তবে হইলেন নরপতি,
ওহে নরপতি! তবে নরপতি সম
ভাগ্যবান কেবা আছে আর; ঈশ্বরের
প্রতিনিধি যিনি। তবে নরপতি-পদ
সম, কোন্ পদ আছে আর? এই রূপ
অমূল্য অতুল্য পদ পাইয়ে, কেমনে,
হেলায় ত্যজিলে, অবলীলা ক্রমে, নাথ!
দিলে কি না, অতি নীচাশয়-নরাধম-
মুর্খতম-কাণ্ডজ্ঞানহীন হীন জনে।
এই মহারাজ্য-ভার কেমনে ধরিবে
এই জন, বুঝিতে না পারি। অগণিত
যাদোগণ-ভার ধরিবে কি ক্ষুদ্র কূপে,
অপার অম্বুধি বিনে? যদি বহুকাল
রাজ্য রক্ষা করি, হয়ে থাকেন বিশ্রান্ত;
যদি নিজে অবসর চান কিছুদিন;
তবে নিজ উপযুক্ত মতিমান সুতে,
করুন এ রাজ্যদান তবে শোভা পায়!
যেমন আপনি দেব তেমনি তনয়।
প্রখর নিদাঘ-কালে মধ্যাহ্ন-তপন-

অনু কর, হয় না কি খরতর; হয়
কি হে মৃদু? আম্র বৃক্ষে, ফলে কি কখন
আম্রাতক? গিরিবর-ভার কি কখন
বহিবে বল্মীক রাশি, গিরিবর বিনে!
কখনই কোন অপকর্ম্ম কর নাই
জীবন ধারণে। তবে, তব কি কারণে,
অকস্মাত্ জনমিল এমন বৈরাগ্য?
মহাপাপ, অতিপাপ, করি বহু লোকে,
সংসার আশ্রম ত্যাগ করে লজ্জা-ভয়ে।
তোমার কিসের লজ্জা-ভয়, ওহে দেব!
তোমার সমান ভূপে, ত্যজি আর, কার
প্রজা-পারিষদ হব, আমরা সকলে।
সুধার আধারে সদা বাস করে যেই
জীব, বিষাধারে বাস করিতে সে পারে
কভু? রাজ্য ত্যজিলে কি মাহাত্ম্য তোমার
রহিল বল না। প্রভাকর কর ত্যাগ
করিলে কি প্রভা থাকে তাঁর? শুধু মাত্র
করের প্রভাবে প্রভাকর তিনি, আর
জগত্‌লোচন। যার যে সর্ব্বস্ব সে কি
ত্যাগ করে কভু? ফণী কভু মণি, পুষ্প
কভু গন্ধ, সতী কভু পতি ত্যাগ করে?
অতি প্রিয়তমা রমা সমা পতিপ্রাণা
মহিষী তোমার;—পুত্র অতি গুণবান,
অতি বশীভূত;—কর্ম্মচারীগণ সবে

সদা আজ্ঞাকারী ;—প্রজাগণ সবে মহা
সুখে আছে ; কোন দুঃখ নাহিক কাহার।
নিরন্তর সকলেতে রাজগুণ গায় ;—
জয় জয় মহারাজ জয় জয় জয়।
যথা তথা এই রব, সতত ঘোষণা
হয়। তবে বল, তব সম ভাগ্যবান,
মহাসুখী রাজা আর কে আছে কোথায় ?
সুরপতি তব সম ভাগ্যবান, সুখী
নন, ওহে মহারাজ ! অসুর-শঙ্কায়
তাঁর সদা সশঙ্কিত—কম্পমান তনু।
কোন ভয়, কোন ক্লেশ, নাহিক তোমার,
সকলি অমৃতময় তোমার রাজন্।
তবে কেন রাজ্যভোগে, সুখ বোধ তব
না হয় অন্তরে, কেন এমন বিরাগ ?
সাধে সাধে কেন নাথ, উচ্ছন্ন করিলে
এমন অমৃতময় সুখের রাজত্ব।
শাস্ত্রে শুনিয়াছি, রামরাজ্য তুল্য রাজ্য
ছিল না ত্রিলোকে। আমাদের এই গাঢ়
সঙ্স্কার আছে, সেই রামরাজ্য এই,
ওহে মহাবাজ ! এত দিনে সেই রাজ্য
হল ছার খার ! মরি হায় হায় হায় !
মহারাজ ! যে রাজা না শুনে, তুচ্ছ করে,
মন্ত্রীর মন্ত্রণা, আর প্রজার প্রার্থনা,
সুহৃদ্ জনের উপদেশ ; তার শীঘ্র

হয় সর্ব্বনাশ, সে তো যায় অধঃপাতে।
দেখ রাজা দশানন রক্ষঃকুলেশ্বর,
যখন জানকী হরি রাখিল অশোক
বনে ; তাঁরে তখনি শ্রীরামচন্দ্রে ফিরে
দিতে, অনুরোধ করেছিল বহু জনে।
কিন্তু কারো কথা না শুনিয়ে লঙ্কেশ্বর,
সবংশে হইল ধ্বংস সীতাপতি-শরে।
“ বংশে বাতী দিতে না রহিল এক জন।”
আহা মরি স্বর্ণ লঙ্কা হল ছার খার !
তাই বলি মহারাজ ! দন্তে তৃণ করি,
রাখ রাখ আমাদের এই নিবেদন।
অধীন জনের বাণী কর’ না হেলন।
রাজা তায় না দিলেন কিছুই উত্তর,
কেবল গম্ভীর ভাবে, ঈষদ্ হাসিয়ে,
মৌন অবলম্ব করি রহিলেন তথা।
এই রূপে প্রজা-পারিষদ-আত্ম্য-বন্ধু-
বান্ধব সকলে, মহারাজে দেন সদা
নানা উপদেশ। কিন্তু তাঁর চিত্ত তায়
ফেরে নাক কোন ক্রমে,—বশ নাহি হয়,—
বিরাগের পথ নাহি ত্যজে। মহাবেগে
আসিছে যে স্রোত, সে কি ফেরে কভু আর ?
লোষ্ট্রাঘাতে টলে কভু সুমেরু পর্ব্বত ?
যত প্রজা-পারিষদ-আত্ম্য-বন্ধু-সবে
বলে মহারাজের জন্মেছে, ঘোরতর

ভয়ঙ্কর বিরাগ-বিকার ; মহা উপ-
সর্গ তার। তাই রাজা না শুনেন কোন
উপদেশ, না মানেন প্রবোধ অন্তরে।
কার সাধ্য হরে সেই রোগ, উপসর্গ।
এমন ভিষক্ কেবা আছে! রাগ আর
দেখা দেবে কি তাঁহায়! একি সর্ব্বনাশ,
কি হল রে, কি হল রে, হায় হায় হায়!
এই রূপে সবে মগ্ন বিষাদ-সাগরে।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে প্রবোধ-দান নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

এ দিকে দ্বিজের মনে হইল প্রত্যয়
ক্রমে ক্রমে, রাজ্যপদ দিলেন ভূপতি
কেবল বৈরাগ্য হেতু, ছলিতেতো নয়।
কিন্তু তবু সুখ বোধ না হয় তাহার।
কেমনে হইবে রক্ষা এবিশাল রাজ্য ;
এই ভাবনায় দ্বিজ বিষম ব্যাকুল
অহরহ, শয়নে ভোজনে নাহি সুখ।
এমন সুরম্য সজ্জা, এমন সুরম্য
সিংহাসন, এমন সুরম্য নিকেতন,
এমন সুরম্যা নব-ললিত-ললনা,
নানা-লীলা-বিলাস-লহরী। সুধাসম
এ সকলে বিষবোধ হয় তার সদা।
মন সদা ধায় তার কুটীরের পানে।

শূকরে মাখাও যদি অগুরু চন্দন,
তার তাঁতে কিছুই না সুখ বোধ হয়,
তার মন চায় পঙ্ক-কর্দ্দম মাখিতে।
ফলে যার শুধু মাত্র, দৈনিক ভিক্ষার
তণ্ডুল রক্ষার যোগ্য অতি ক্ষুদ্র,—অতি
অপ্রশস্ত বুদ্ধি ; তার সে বুদ্ধি কেমনে
সসাগরা-ধরণী-রক্ষার যোগ্য হবে!
সে বুদ্ধি হবে রে আর কত প্রসারিত!
মূষিক মাতঙ্গ হয় কোথায় বল না!

দ্বিজসুতে অকর্ম্মণ্য দেখি মন্ত্রি-ভৃত্য-
গণে, অনেকেই তারে ত্যজি অন্য স্থানে
গেল। ক্রমে ক্রমে অরাজক সম হল
সেই রাজ্য। যত দস্যু-চোর-প্রতারক-
লম্পট-অসত্, হয়ে উঠিল প্রবল।
সেই রাজ্য করিতে লাগিল ছারখার।
কোন দিন লুটিল আপণ ; কোন দিন
রাজকোষ ; কোন দিন কামিনী মণ্ডল ;
কোন দিন অশ্বশালা—গোশালা সকল।
অরি রাজা সকল উঠিল অস্ত্র ধরি,
কবে রাজ্য লয় লয় ছলে বলে কলে।
যে রাজ্য সতত ছিল, অতি প্রফুল্লিত,—
প্রফুল্ল কমল সম;—পরিপূর্ণ ছিল,
জয় জয় মহারাজ এই মধুরবে।
হাহাকার ধ্বনি তার হইল ভূষণ।

দ্বিজেরে সকলে বলে মহারাজ! গেল
গেল রাজ্য, কি উপায় হইবে এখন।
কি করিবে, কি হইবে, দ্বিজ তার কিছু
করিতে না পারে স্থির; শুধু চিন্তানলে
চিত্ত দহে, দাবানলে কানন যেমন।
ভাবে দ্বিজ হায় কেন, আমি সাধ করি
রাজ্যপদ চাহিলাম; দেখিলাম তায়
কিছু সুখ নাই। ভেবেছিলাম তখন,—
এই ধনপতি রাজা, এত সুখভোগ
করে, তবু তার তনু কেন এত তনু।
আজি বুঝিলাম, আমি বিশেষ মরম
এসংসারে; ধনে আর নির্ধনে দুয়েই
দুঃখ। কি সধন, কি নির্ধন কেহ নহে
সুখী। বন্ধ্যা, মৃতবৎসা এ দুই যেমন।
তবে আর কোথা আছে, কার কাছে সুখ
অমূল্য রতন,—সুখ পরম পদার্থ!
এরূপে বিষাদে মজি, ব্যাকুল অন্তরে,
দ্বিজ, ধনপতি নরপতি-পাশে আসি,
তাঁর কর ধরি বলে সজল-নয়নে;—
মহারাজ! তব রাজ্য কর হে গ্রহণ
পুনর্ব্বার; এতে যত সুখ জানিলাম
আমি। শুনি মহীপাল ঈষদ্ হাসিয়ে,
বলেন কেন হে দেব, এখন এমন
ভাব তব। রাজ্যে আর সম্পদে কত না

সুখ ভেবেছিলে মনে। এখন কেমনে
তাহা ত্যজ। দ্বিজরাজ হয়ে, তুমি কেন
দ্বিজরাজ প্রায় পলাইতে চাও রাজ্য
ত্যজি, দ্বিজরাজ প্রায় সবার জন্মাও
পরিতোষ; কেন কেন হইলে এমন।
দ্বিজ বলে মহারাজ, আর মোরে লজ্জা
দিও না, সম্পদে যত সুখ জানিলাম
সব, আর মোর রাজপদে কাজ নাই।
ভূপতি বলেন রাজ্যপদে, ধনে জনে,
যত সুখ আমিওতো জেনেছি সকল।
এস দ্বিজ, তোমায় আমায় আজি করি
হে মিত্রতা, চল, সুখ অন্বেষণে যাই,—
দেখিব কোথায় আছে সুখ। দেশ-দেশা-
ন্তরে, গ্রাম-নগরে, সকল ঘরে ঘরে,
বন-উপবনে, পর্ব্বতে, গহ্বরে, পৃথিবীর
সর্ব্ব স্থলে, করিব হে তত্ত্ব, তবুও কি
পাব না হে সুখরত্ন,—অবশ্য পাইব।
যতন করিলে কি হে মেলে না রতন?
সুখহীন হয়ে বৃথা শরীর ধারণ।
জীবের সর্ব্বস্ব সুখ কেবল জগতে।
রাজ-উপদেশে দ্বিজ হইয়ে সম্মত,
সেইক্ষণে রাজসঙ্গ লইল অচিরে।
রাজা নিজ প্রধান সচিবে সমাদরে,
রাজ্য সমর্পণ করি, চলিলেন দ্বিজ-

সঙ্গে সুখ অন্বেষণে। (মণি ব্যবসায়ী
যেন খনি অন্বেষণে।) হায় সুখ, কোথা
সুখ, কবে সুখ পাব, এই রব মুখে।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে বৈরাগ্যোদয় নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

অনন্তর মহারাজ আর দ্বিজসুত,
দেশান্তরে চলিলেন সুখ অন্বেষণে ;—
প্রথমে গেলেন তাঁরা ধনাঢ্যগণের
ভাব বুঝিবারে; এক মহাজনপদে।
যথায় আপনি রমা, সুদর্শন নাম
সুতসঙ্গে বিরাজেন অচলা হইয়ে।
তথায় দেখেন তাঁরা, কোন মহাধনী,
মহাকৃতী গুণবান পুত্রশোকানলে,
দগ্ধ হয়ে, হয়েছেন দারুণ অসুখী।
ইন্দ্রজিত নিধনে যেমন দশানন
লঙ্কাপতি। কোন ধনী, নিজ মহিলার
ব্যভিচার দোষে, মহা বিরক্ত অন্তরে।
কোন ধনী তনয়ের মূর্খতার হেতু,
সদা জ্বালাতন,—সদা ম্রিয়মাণ। কোন
ধনী দস্যুভয়ে সদা সশঙ্কিত। কোন
ধনী, প্রতিযোধ-ভয়ে সকম্পিত; পার্থ-
ভয়ে যেন দুষ্ট দুর্য্যোধন। কোন ধনী

জ্ঞাতি-বিভাগের ক্ষোভে মহা ক্ষুব্ধচিত্ত।
পাণ্ডবের লাগি যেন কৌরব সকলে।
কোন ধনী ধনক্ষয়ে সদা সচিন্তিত।
কোন ধনী ঘোরতর প্রতারণা করি,
রাজদণ্ডে দারুণ দণ্ডিত হয়ে চিত্তে,
দারুণ অসুখী। কোন ধনী পুত্র-পরি-
বারের অসত্ ব্যবহারে, অহরহ
চিন্তাকুল প্রাণে। কোন ধনী স্বসম্পদ
বৃদ্ধির কারণ, কত শত অপকর্ম্ম
করিয়ে নিয়ত, পাপপ্রবাহে ভাসিয়ে,
মনে মনে কত অনুতাপ করে সদা।
সে অনুতাপের সীমা করে সাধ্য কার।
তবু তার ধনতৃষা নাহি হয় কৃশা।
ধন্য ধন্য ধনতৃষা ধন্য তব শক্তি!

এইরূপে রাজা-দ্বিজ ধনাঢ্য-সমাজে,
সর্ব্বতোভাবেতে সুখী না পান দেখিতে
এক প্রাণী। অন্তরে কোন না কোন, ঘোর-
তর দুঃখ-শল্য বিদ্ধ না আছে যাঁহার।

বিশেষে তাঁদের প্রায় নাই, কার সঙ্গে
প্রকৃত বন্ধুতা ; দেশহিত হেতু নাই
কিছু রাগ,—এবিষয়ে নাহিক মন্ত্রণা
কোন রূপ। ধর্ম্মচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা, আর
গুণিগুণ-বিবেচনা নাই কোনকালে ;
মনুজ-জন্মের সার ধন যে সকল।

এসব গুণের ফলভোগ যে না করে,
কখন কি সুখ-মুখ সে পায় দেখিতে ?
তাহারে প্রকৃত সুখ ত্যাগ করে সদা,
পূতিগন্ধ কুদর্শন পদার্থের প্রায়।
তথায় কেবল সদা বৃথা গালগল্প,
বেশ্যাসঙ্গ, মদ্যপান আদি ক্ষণধ্বংসী
অলীক আমোদ; পর-পরিবাদ চর্চ্চা।
যত তোষামোদকে কেবল পরদোষ
গানে ধরে শত মুখ, নিজ স্বার্থ হেতু।
কারো গুণ-কীর্ত্তন না করে কভু তারা,
সে বিষয়ে হয় যেন মূক। এসব কি
কখনো প্রকৃত নিত্য সুখকর হয়,
যাহা শুধু পাতকের বাস-নিকেতন।
অনন্তর তাঁরা তথা বিরক্ত হইয়ে,
চলিলেন অতি-দীন-দরিদ্র-মণ্ডলে,
তাহাদের দেখিতে আচার ব্যবহার।
তথা গিয়ে শুনিলেন শুধু হাহাকার
রব, তাহাদের দৈন্যদশার নিয়ত।
চাতকের যেমন দারুণ নিদাঘেতে।
অন্নচিন্তানলে তারা সদা ছন্নমতি।
স্ত্রীপুরুষে পিতাপুত্রে নিয়ত কলহ,
উদরের জ্বালায় হইয়ে জ্বালাতন।
প্রেমদীপ নিরন্তর নির্ব্বাণ তথায়।
বিরক্তি-তিমিরে তমোময় সেই স্থল।

দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যক্রিয়া, নরহত্যা আদি
মহাপাপে কলুষিত তাদের অন্তর।
শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, আর সদালাপ,
তাহাদের ত্যজি কোথা করেছে প্রস্থান।
তবে আর তাহাদের কি সুখ অন্তরে ;
নরকে থাকে কি কভু নন্দন কানন ?
ধনাঢ্য-সমাজে আছে বরং কিছু সুখ,
অশন-বসন-ক্লেশ তাহাদের নাই।
তাহাদের অন্তরে, মাধুরী থাকুক বা
না থাকুক, বাহ্যশোভা আছে বিলক্ষণ ;
মৃন্ময়ী ভগবতী-মূরতি যেমন।
ইহাদের দেখি সদা অন্তর বাহির
বিষম মলিন কদাকার। যেন নিজে
তমোরাশি নিজ প্রাণসমা, প্রিয়তমা
দুর্দ্দশা রাক্ষসী সহ করেছে সচ্ছন্দে
সেই স্থান অধিকার, কি কহিব আর।
দরিদ্রগণের দশা দেখি দুই জনে,
রহিতে না পারিলেন, তিলেক তথায়।
দেখিয়ে তাদের দশা কাঁদে মনঃপ্রাণ।
অনন্তর তাঁরা দোঁহে এলেন ত্বরায়,
মধ্যবিত লোকের সমাজে, চর্চ্চিবারে
তাদের চরিত। তাহাদের ভাবে, বোধ
হল, কিছু সুখ আছে তথা। ধর্ম্মতত্ত্ব,
শাস্ত্রচর্চ্চা, সদালাপ, দেশহিতৈষিতা,

বিরাজেন কোন কোন গৃহে। কিন্তু আছে,
সকলের চিত্তে কোন না কোন অসুখ,
ধনাঢ্য-সমাজে দেখেছিলেন যে রূপ।
এত গুণ, এক মনঃপীড়ায় হরিল;
যেন মণি-বিভূষিত ফণী রমণীয়
নয়, হৃদে হলাহল করিয়ে ধারণ।
তথাও প্রকৃত সুখ না দেখিয়ে তাঁরা,
গৃহাশ্রমত্যাগী উদাসীনের চরিত,
চর্চ্চিতে গেলেন তীর্থ স্থলে। দেখিলেন,
তথা তারা সকলেই প্রায় ঘোরতর
অপরাধে, কিবা মহাদুর্ঘটনা-জালে
জড়িত হইয়ে, হয়েছে রে সর্ব্বত্যাগী!
কেহ নিজ রমণীর ব্যভিচার-দোষে;
কেহ জ্ঞাতি-বিবাদে; কেহ বা স্বদারার
ধিক্কারেতে; কেহ বা পিতার তাড়নায়;
আর কেহ গুরুপত্নী-হরণ,—অগম্যা-
গমন; কেহ বা নরহত্যা; কেহ দস্যু-
বৃত্তি; কেহ বিশ্বাসঘাতন পাপে মজি,
অবশেষে লয়েছেন এ পথ আশ্রয়।
পতনে পড়িলে কার না জন্মে বিবেক!
কে না জানে বৃদ্ধা বেশ্যা হয় তপস্বিনী
বিপদেতে কে না স্মরে শ্রীমধুসূদনে!
ইহাদের মত, হতভাগ্য, আর পাপী,
সংসার আশ্রমে কভু থাকিতে না পারে।

তবে আর তাদের কি সুখ হবে মনে?
বিশেষে তাহারা নিত্য উদরের লাগি,
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে সদা, ভিক্ষা করি করি,
ক্ষুধিত কুক্কুর যেন ভ্রমে ঘরে ঘরে।
শয়নের হেতু স্থান নিরূপিত নাই,
কোন দিন বৃক্ষতলে, কোন দিন ভগ্ন
মঠে, কোন দিন কারো বাহির দুয়ারে,
কোন দিন বিপিনে, আপণে কোন দিন,
অবিকল ধর্ম্মের ষণ্ডক যেইরূপ।
তবে ইহাদের মত আছে কি অসুখী,
সংসার আশ্রমে, আর অবনী-মণ্ডলে।
অনন্তর যত ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলে,
গেলেন দেখিতে তাঁহাদের ব্যবহার।
তাঁরা সদা শিষ্য হতে অর্থলাভ হেতু,
করিছেন কতই কৌশল। কত মত
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা-পরায়ণ তাঁরা
এই হেতু। অত্যাচার ব্যভিচার অতি
প্রবল তথায়। তবে আর তাঁহাদের
চিত্তে কোথা সুখ! ধর্ম্মযাজকেও যদি
সুখ না রহিল, তবে আর সুখ কোথা!
ধনিমণ্ডলের ন্যায় তাঁদেরো অন্তর,
জ্বলে রে, কোন না কোন, অসুখ-অনলে
ধীরে ধীরে,—তূষানল জ্বলে রে যেমন।

এইরূপে মহারাজ আর দ্বিজসুত,
সকল সমাজ তত্ত্ব করিলেন সদা,
সুখ আর সুখীর না পাইলেন তত্ত্ব।
অবশেষে, বনে, আর পর্ব্বতে, গহ্বরে,
বিস্তর করেন তত্ত্ব। তবু সে অমূল্য
ধনের না পান কোথা, কিছুই সন্ধান।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে প্রকৃত-সুখান্বেষণ নামং
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

এইরূপে রাজা ধনপতি আর দ্বিজ,
সুখ-আশে, দেশে দেশে করিয়ে ভ্রমণ,
কত কষ্ট পান তার সংখ্যা নাহি হয়।
কোন দিন অনশন, কোন দিন অর্দ্ধা-
শন, আর, কোন দিন দস্যুহস্তে হন
পতিত, না পান তবু সে সুখ-রতন।
অবশেষে নিরাশ হইয়ে, কি করিব,
কোথা যাব, কোথা গেলে সুখ পাব, এই
চিন্তানল শত গুণ প্রবল হইয়ে,
তাঁহাদের মনঃপ্রাণ করিল দহন।
একি চমৎকার কথা, যদি মনঃপ্রাণ
দগ্ধ হল, তবে তাঁরা কেমনে বাঁচিয়ে
রহিলেন বল? চিন্তা-আগুণের এই

গুণ; সদা দহিলেও না হয় মরণ।
শুধু তাপে তাপে জর জর করি রাখে
সদা, অন্য আগুনের মত নহে। এই
আগুনের গুণ হয়ে হয়েছে রে দোষ!
গুমে গুমে জ্বলে যেন ইষ্টক-পয়ন।
অনন্তর মহারাজ ব্যাকুল হইয়ে,
বলেন দ্বিজেরে;—বন্ধু, যদি জীবনের
সার ধন সুখরত্ন,—যদি সুখ বিনে
এ জগতে আর নাই পরম পদার্থ;
বল না কি ফল তবে জীবন-ধারণে,
সুখরত্নহীন হয়ে এই ভবার্ণবে।
হায় হায়! এ কথা সুধাব আর কারে!
কার কাছে আমি আর করিব এ খেদ!
ভবার্ণব ভ্রমি আমি না পেলাম সুখ-
রত্ন। রত্নাকর অর্ণবেতে রত্ন নাই,
একি চমৎকার কথা! ভবার্ণব নাম
তবে রাখিলেন, কেন কবিগণে? যত
কবিগণে দুষিব কেমনে, তাঁরা অতি
বিবেচক; তবে তাঁরা অবশ্যই নাম
অনুরূপ গুণ দিয়াছেন ভবার্ণবে।
আশীবিষ কখন কি হয় বিষহীন?
দিনকর কখন কি হয় দিন-দীন?
জলধর কখন কি জলহীন হয়?
শশধর কখন কি শশ ছাড়া রয়?

তাই বলি, এই ভবার্ণব রত্নাকরে
অবশ্য আছে হে, সুখ-রতন নিহিত
কোন স্থলে, সংগোপনে ; কোন কোন ভাগ্য-
বানে ভোগ করে সুখে। আমি শুধু কর্ম্ম-
দোষে,—দুর্ভাগ্যের ফলে, না পেলাম সেই
অমূল্য রতন। ওরে কর্ম্মদোষ, তোর
না হয় মরণ কেন ? হায় রে কপাল
তোরে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ! কি বলিব আর।
এইরূপে মহা খেদে হইয়ে মগন,
চলেন দুজনে এক প্রান্তর বাহিয়ে।
তৃণ মাত্র নাই তথা শুধু বালুময়,
মহা মরুভূমি চারি যোজন বিস্তার।
নির্ব্বিরোধ অথল জনের উদ্ভাবনী-
শক্তিহীন সত্তুদার চরিত যেমন।
অনন্তর ক্রমে ক্রমে হইল মধ্যাহ্ন।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তথা অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড
প্রতাপে গগন-মার্গে সমুদিত। বুঝি
নিজে কাল তেজ প্রকাশ কারণে,
এরূপ সংহার- মূর্ত্তি করেন ধারণ।
নহে আর ইহার উপমা কোথা পাব ?
কিরণ সকল যেন বহ্নিময় বাণ।
রাজা আর দ্বিজ অতি সকাতরে তায়,
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ নীরস-শরীর।
বালুকার তাপে পদ যেন হয় দগ্ধ ;

জ্বলন্ত অনলে যেন পড়িতেছে পদ।
সিকতার তাপ আরো ক্লেশকর হয়।
কে না জানে রাজা হতে রাজপ্রিয় জন,
মদ-গর্ব্বে আরো মত্ত হয় অনুক্ষণ।
তাঁহারা বলেন আজি, কি হল, কি হল,
হায় হায় হায় ! প্রাণ যায় যায় যায় !
লোকে বলে অনলে কেবল বায়ুসখ,
আর, সূর্য্যসখ কেন, না বলে তাহারে ?
বায়ু তাঁর সতত সাহায্য করে বলি,
বায়ুসখ নাম তাঁর হয়েছে জগতে।
এখানে তপন তাঁর করিছেন দেখ,
কত না সাহায্য ; তবে কেন বহ্নি নহে
সূর্য্যসখ। তাই বলি বায়ু বিভাকর,
উভয়েরি সখা হতে পারে বৈশ্বানর।
দেখ দেখ, জীব-জন্তু-কীট-পতঙ্গাদি
কিছু নাই এই স্থলে প্রাণের শঙ্কায়।
এই দুই হতভাগ্য শুধু ভাগ্য-দোষে,
আর কর্ম্ম-ফলে, কিবা পাপ-প্রায়শ্চিত্ত
হেতু, পড়িয়াছে আসি এ ঘোর প্রান্তরে।
এসময়ে কোথা রৈলে শ্রীমধুসূদন !
আজি বুঝি শেষ হল সুখ-অন্বেষণ !
সুখ-অন্বেষণের চরম ফল বুঝি ;
অপমৃত্যু। নহে কেন পড়িব এ পথে !
একেতো নৈরাশানলে দহে মনঃপ্রাণ,

তায় সূর্য্যকরে দগ্ধ হয় পুনর্ব্বার,
এত কষ্টে প্রাণ আর রহে কি শরীরে !
এ কষ্টের চেয়ে আজি যায় যাকু প্রাণ ;
প্রাণ গেলে আজি বরং জুড়াইয়ে যাই।
দেখ কত সাধের যে প্রাণ ; যার প্রতি
কত মায়া, কত যত্ন করেছি নিয়ত,
জগতে তেমন যত্ন করি নাই কারে।
একি চমৎকার, আজি সেই প্রাণ হল
ভার বোধ,—আর ঘোরতর শত্রু সম।
অবস্থার বশে আর সময়ের দোষে,
কি না সংঘটন হতে পারে এ জগতে ?
প্রিয়তম প্রাণ হল বিষম অপ্রিয়
তার সাক্ষী। ধন্য রে অবস্থা ! ধন্য ওরে
কাল ! তোমাদের আর অসাধ্য কি আছে !
তথা জন-মানব নাহিক। তবে আর,
কে শুনে সে খেদ ; সেতো "অরণ্যে রোদন।"
ঘোরতর দাবানলে তাপিত-হৃদয়
কুরঙ্গের করুণা কে করিবে শ্রবণ !
কিন্তু ধরমের কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে ;
শুভ কর্ম্মে যার মন, কার সাধ্য তার
মন্দ করে ! ঈশ্বর সদয় সদা তারে।
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" আর বিশেষত,
"দুঃখ বিনে সুখ-লাভ না হয় কখন।"
সমুখে দেখেন তাঁরা এক উপবন,

কিঞ্চিত্ আশ্বাস তায় পেলেন তখন ;
যেন বাক্রুদ্ধ স্পন্দহীন অচেতন
রোগী, সচেতন হলে, তার পরিবার
সকলে আশ্বাস পায় কিছু। সেইরূপ,
কিঞ্চিত্ আশ্বাস তায় পাইয়ে দুজনে,
বলেন আছ,গো বটে শ্রীমধুসূদন !
তাই হে তোমারে বলে বিপদভঞ্জন,
অধমতারণ,—দয়াময়। এত গুণ
না হইলে, কে তোমার লইত আশ্রয়।
এত বলি, চলিলেন সে দিকে ত্বরায় ;
ক্রমে ক্রমে আসিয়ে হলেন উপনীত।
দাবানল হতে যেন মৃগার উদ্ধার।
প্রবেশিয়ে সেই বনে জুড়াল জীবন।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে দুঃখভোগ নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

সে ভীষণ প্রান্তর ত্যজিয়ে, সে আরামে
আসিয়ে, তাঁদের সুশীতল হল তনু-
মনঃপ্রাণ। যেন অগ্নিকুণ্ড ত্যজি সুধা
প্রস্রবণে স্নান। পরে, দেখেন সমুখে
এক রম্য সরোবর। ধবল পাষাণ-
ময় চারি ঘাট চারি দিকে ; তার অন্য-

তরে দোঁহে অবতীর্ণ হয়ে, সেই জলে
পদ আর মুখ অঙ্গ প্রক্ষালন করি,
করিলেন সেই জল পান। অনন্তর,
শ্রান্তি দূর হেতু বসিলেন সেই ঘাটে।
বসি সরোবর-শোভা করেন দর্শন।
অতি নিরমল নীর ঢল ঢল করে,
ধীর সমীরণে কিবা উঠিছে তরঙ্গ ;
কাব্যে যেন রস-ভাব-গুণ-অলঙ্কার-
রঙ্গ। আহা মরি, কিবা ফুল্ল শতদল ;
সুর সুন্দরীর রূপ লাবণ্যের মাজে
বিমল বদন যেন। তায় বসি ভৃঙ্গ ;
সুর-সুন্দরীর শিরে যেন নীলমণি ;
কিবা, রাই কমলিনী-সঙ্গে নীলমণি
নন্দলাল। কারণ্ডবকুল অবিশ্রান্ত
ডোবে ওঠে নীরে ; যেন গৃহীজন সদা
ব্যস্ত গৃহধর্ম্মে—গৃহকর্ম্মে। ক্রৌঞ্চগণ
(অতি ধীর ধর্ম্মশীল মহাত্মার সম)
অতি ধীর গম্ভীর ভাবেতে বসি তথা,
কিবা মৎস্য ধরে ! যত লোক সুশীলতা,
গম্ভীরতা, সাধুতা, ধীরতা, দেখাইয়ে,
প্রতারণা করে এসংসারে ; তারা বুঝি
পেয়েছে রে বিদ্যা-শিক্ষা, এই দুষ্ট পাশে।
রাজহংস-কুল জলে খেলিয়ে বেড়ায় ;
সাধুর চরিতে যেন সাধু অভিপ্রায়।

শাল-তাল-তমাল-শিরীষ-পিয়াশাল-
অর্জ্জুন-অশ্বত্থ-বট আদি নানা জাতি
বিটপি-শোভিত কিবা সেই উপবন।
অতি সুশৃঙ্খল ভাব ধরে সেই নগ-
গণ ; লম্বমান হারাবলী যেন শোভা-
পায়। মাজে মাজে সাজে, কিবা বিচিত্রিত
নানা বর্ণ পাষাণ-রচিত চারু বর্ত্ম।
আর মাজে মাজে বৃক্ষতলে নানা-মণি-
বিরচিত বসিবার অপূর্ব্ব আসন।
কি কব সে সব শোভা; বুঝি সুরশিল্পী
করিয়ে রচনা, তার গৌরব রাখিতে,
বুঝি নানা জাতি বৃক্ষে রাখেন ঢাকিয়ে।
কে না জানে আবরণ বিনে, অবিরত
প্রকাশে না রহে কভু কাহারো গৌরব।
আপনে আপনি রম্ভা, আর তিলোত্তমা
সমা নারী, রহে সদা যদি, তবে তারে,
পরম সুন্দরী কারো বোধ নাহি হয়।
ধনীর প্রসাদে অবগুণ্ঠন-ধারিণী
সামান্য সুন্দরী-জনো স্বর্গবিদ্যাধরী
সম, কিবা পরম সুন্দরী বোধ হয়।
পাদপ সকল তথা অতি মনোহর
আলবাল-সমন্বিত ; বৃক্ষের পাদপ
নাম তায় হয়েছে সার্থক। অতি ধীর
সমীরণে দুলিছে বৃক্ষের শিরোভাগ ;

বোধ হয়, তারা তথা, তথাকার শিল্প
আর প্রকৃতির ভাবে, গদ গদ হয়ে,
নাড়িতেছে শির। কোন কোন বৃক্ষ, অন্য
বৃক্ষ হতে উচ্চতর ; বোধ হয়, যেন
তারা তথাকার শোভা দেখিতে তুলেছে
শির। কোন কোন বৃক্ষ ফলভারে অব-
নত মুখ ; এদের চরিত দেখি, বুঝি
প্রকৃত বিদ্বান জ্ঞানী জনে ধরে অতি
নম্রভাব। পাদপের পাশে তাঁরা বুঝি
শিখিলেন এই গুণ ; পাদপ কেবল
তবে তাঁহাদের গুরু। মাজে মাজে সাজে,
জটাধারী বট বৃক্ষ, বিশাল মূরতি।
ঋষিরাজ যেন তপ করেন কাননে।
ঋষি বলা যেতে পারে বটে, এই বটে ;
শুধু জটা নয়, তার ঋষির প্রকৃত
ধর্ম্ম আছে। ঋষিগণ পাপানল-দগ্ধ
জনেরে যেমন করি জ্ঞান-সুধা দান,
করেন শীতল ; এই বট, সেইরূপ
প্রখর তপন-তাপে তাপিত নিতান্ত
ক্লান্ত পথশ্রান্ত পান্থ জনেরে করেন
সুশীতল, বিধুকর-বিজয়িনী অতি
সুশীতল ছায়া দানে, নিজ ক্রোড়-দেশে।
স্থানে স্থানে পুষ্পবন। নানা জাতি পুষ্প
হয়েছে প্রফুল্ল ; বুঝি তথাকার ভাবে

মোহিত হইয়ে তারা সহাস্য-বদন,
বিকাসের ছলে। মধুকর নানা ফুলে
করে মধু পান, কিবা গুন্ গুন্ রবে।
ধৃষ্ট-শঠ-দক্ষিণ নায়কগণ বুঝি
এ দুষ্টগণের ছাত্র ; নহে তারা তাহা-
দের বিদ্যা কোথায় পাইবে! কোন ফুল,
দেখিতে যে রূপ রম্য সুগন্ধি সে রূপ।
রূপ-গুণ-সম্পন্ন-জনের বুঝি বিধি,
করিলেন সৃষ্টি এসংসারে, ইহাদের
ভাবে। কোন কোন পুষ্প দেখিতে সুন্দর,
কিন্তু গন্ধহীন ; যেন নির্গুণ পুরুষ
কিন্তু অতি রূপবান। কোন ফুল দোলে
কিবা ধীর সমীরণে, বসিতে না পায়
ভৃঙ্গ তায় ; মানিনী নায়িকা যেন মাতা
নাড়ি করে নিবারণ, আসিতে নায়কে।
অনন্তর তাঁরা তথা করেন ভ্রমণ
ধীরে ধীরে। কিন্তু কোন জন প্রাণী তথা
না পান দেখিতে। পরে, কিছু দূরে, অতি
সুললিত এক গীত পেলেন শুনিতে।

ওরে মোর মন দুরাচার।
কেমনে হবে রে পার ভব-পারাবার।
এ ভাব না ভাব একবার।

অহরহ কত মত, তোমার দেখি রে মত,
তাহাতো মনের মত নহে রে আমার।
কভু পান দোষে মজ, কভু পর-নারী ভজ,
কভু ধন-লোভে বহ প্রতারণা-ভার ॥
সুখ লাভ আশা করি, আরোহিয়ে পাপ-তরি,
ভব-পারাবার তুমি হতে চাও পার।
পারিবে না যেতে পারে, কোন সুখ হবে না রে,
পরিণামে তরি তব হবে জলসার ॥
পাপ-তরি পরিহরি, যদি ধর্ম্ম-সেতু করি,
তাহে আরোহিয়ে চল হইয়ে উদার।
নিত্য সুখ-মুখ তবে, তোমার দর্শন হবে,
ভব পার হবে, ভবে থাকি অনিবার।
ধর্ম্ম বিনে সুখ লাভ হবে না রে আর ॥

এই গীত শুনি রাজা হইয়ে মোহিত,
বলেন দ্বিজেরে ;—ওই শুন শুন দ্বিজ-
বর ! কিবা স্বর, যেন পীযূষের সার
করিয়ে মন্থন, তায় রচিলেন বিধি।
এত বলি তাঁরা দুইজনে সেই দিকে
দ্রুতপদে চলিলেন, তৃষাতুর প্রাণে।
বংশীধর নটবর নবীন নীরদ

শ্যাম এলে মধুপুরে, কংশ-ধ্বংস হেতু,
অন্ধ-খঞ্জ আর যত মথুরা-নাগরী,
দেখিতে আইল তাঁরে যেমন আগ্রহে।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে প্রকৃত-সুখারাম-দর্শন নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

সেই স্বর লক্ষ করি ভূপতি, ব্রাহ্মণ,
কিছু দূর আসি, দূর হতে নিরীক্ষণ
করিলেন, এক অতি জ্যোতিষ্ক পদার্থ।
মহারাজ বলেন বিস্মিত হয়ে অতি ;—
ওই দেখ দ্বিজবর কেমন মূরতি।
ওকি সূর্য্য উদিত হয়েছে ওই স্থলে ;
তাই বা কেমন আমি বলি। প্রভাকর-
কিরণে নয়ন-দ্বয় হয় দগ্ধ ; এতে
আঁখি হয় সুশীতল। বোধ হয়, যেন
কেবা সুধা মাখাইয়ে দিলহে নয়নে।
তবে বুঝি চন্দ্রোদয় হয়েছে এ স্থলে।
একথাও বলা মোর অতি অসঙ্গত।
চন্দ্র শুধু সিত-রশ্মিধারী সুশীতল,
তেজোমাত্র হীন ; এ যে মহা তেজোবান,
কিন্তু অতি শীতল সুরম্য। বিশেষ সে
সূর্য্য-শশী গগন-বিহারী, মর্ত্ত্য-লোকে
কখনতো উদয় না হয়। তবে বুঝি

হতে পারে জ্বলন্ত অনল। তাই বা কি-
রূপে আমি বলিব ইহারে। অনলের
কিছুই মাধুরী নাই; ইহার দেখ না
ওই বিশ্ব-বিজয়িনী মাধুরী কেমন!
তবে হে এ কি পদার্থ বুঝাতো না যায়।
  অনন্তর, ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়ে
দেখিলেন, মধুর মূরতিধর, মহা
তেজোবান রমণী-রমণ দুই জন;
আর শিশু বালক বালিকা কয় জন।
মধ্য-স্থলে দিব্যাসনে বসি, ওই দুই
স্ত্রীপুরুষ, সমুখে সে বালক বালিকা
কয় জন। দেখিয়ে তাদের রূপ, রাজা
বলেন দ্বিজেরে;—দেখিলেতো দ্বিজবর
এত রবি-শশী-বহ্নি নয়, এত দিব্য
মূর্ত্তি। আহা মরি মরি! দেখি বোধ হয়,
বুঝি বিধি সংসারের যত তেজ, আর
লাবণ্য মাধুরী লয়ে রচিলেন এই
কয় রূপ, ভুবনমোহন বিশ্বজয়ী।
বোধ হয়, ইহাঁরাই সুখী এই ভবে,
ইহাঁদেরি কাছে আছে, সেই সুখ মহা-
রত্ন,—আমাদের সাধনের ধন। নহে
কেন আমাদের তনু-মনঃপ্রাণ, এত
হইল প্রফুল্ল, ইহাঁদের দেখি! কেন
আগ্রহ হয় হে যেতে উহাদের পাশে?

ইহারাতো নয় কভু প্রাকৃত মানুষ!
  অনন্তর সেই মহা পুরুষ-রতন,
করিলেন আহ্বান তাঁদের সমাদরে।
আস্তে ব্যস্তে তাঁরা তথা যান দ্রুত-গতি,
ক্ষুধাতুর যেন যায় দাতার আহ্বানে।
আসিয়ে অষ্টাঙ্গে দোঁহে করেন প্রণাম।
উঠিয়ে পুরুষবর করিয়ে আহ্বান
তাঁদের বলেন;—বস বস মহাশয়
দ্বয়; বল বল, কোথা হতে, কি মানসে,
হলো আগমন; কেবা আপনারা, দেহ
পরিচয়। এই কথা শুনি, রাজা প্রেমে
ছলছল আঁখি,—ভাবে লোমাঞ্চিত তনু।
দ্বিজ আর আত্মপরিচয় দেন তাঁরে,
গদগদ স্বরে, আর গললগ্ন-বাসে।
অরিরাজ-কর হতে রাজ্য-রক্ষা হেতু,
নিরন্তর চিন্তাকুল হইয়ে অন্তরে,
তিলেক আমার চিত্ত না হত সুস্থির।
কখন সুখের মুখ না পাই দেখিতে।
এই হেতু বৈরাগ্য আশ্রয় করি দেব!
সুখ-অন্বেষণে ভ্রমি দেশদেশান্তরে।
এমনো-বেদনা মোর আর কারো কাছে,
এত দিন পরকাশ করি নাই আমি।
আজি শুধু পরকাশ করিলাম, নাথ!
তোমার নিকটে তাহা দূর করিবারে।

হতে পারে জ্বলন্ত অনল। তাই বা কি-
রূপে আমি বলিব ইহারে। অনলের
কিছুই মাধুরী নাই ; ইহার দেখ না
ওই বিশ্ব-বিজয়িনী মাধুরী কেমন !
তবে হে এ কি পদার্থ বুঝাতো না যায়।
অনন্তর, ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়ে
দেখিলেন, মধুর মূরতিধর, মহা
তেজোবান রমণী-রমণ ছুই জন ;
আর শিশু বালক বালিকা কয় জন।
মধ্য-স্থলে দিব্যাসনে বসি, ওই ছুই
স্ত্রীপুরুষ, সমুখে সে বালক বালিকা
কয় জন। দেখিয়ে তাদের রূপ, রাজা
বলেন দ্বিজেরে ;—দেখিলেতো দ্বিজবর
এত রবি-শশী-বহ্নি নয়, এত দিব্য
মূর্ত্তি। আহা মরি মরি ! দেখি বোধ হয়,
বুঝি বিধি সংসারের যত তেজ, আর
লাবণ্য মাধুরী লয়ে রচিলেন এই
কয় রূপ, ভুবনমোহন বিশ্বজয়ী।
বোধ হয়, ইহাঁরাই সুখী এই ভবে,
ইহাঁদেরি কাছে আছে, সেই সুখ মহা-
রত্ন,—আমাদের সাধনের ধন। নহে
কেন আমাদের তনু-মনঃপ্রাণ, এত
হইল প্রফুল্ল, ইহাঁদের দেখি ! কেন
আগ্রহ হয় হে যেতে উহাদের পাশে ?

ইহারাতো নয় কভু প্রাকৃত মানুষ !
অনন্তর সেই মহা পুরুষ-রতন,
করিলেন আহ্বান তাঁদের সমাদরে।
আস্তে ব্যস্তে তাঁরা তথা যান দ্রুত-গতি,
ক্ষুধাতুর যেন যায় দাতার আহ্বানে।
আসিয়ে অষ্টাঙ্গে দোঁহে করেন প্রণাম।
উঠিয়ে পুরুষবর করিয়ে আহ্বান
তাঁদের বলেন ;—বস বস মহাশয়
দ্বয় ; বল বল, কোথা হতে, কি মানসে,
হল আগমন ; কেবা আপনারা, দেহ
পরিচয়। এই কথা শুনি, রাজা প্রেমে
ছলছল আঁখি,—ভাবে লোমাঞ্চিত তনু।
দ্বিজ আর আত্মপরিচয় দেন তাঁরে,
গদগদ স্বরে, আর গললগ্ন-বাসে।
অরিরাজ-কর হতে রাজ্য-রক্ষা হেতু,
নিরন্তর চিন্তাকুল হইয়ে অন্তরে,
তিলেক আমার চিত্ত না হত সুস্থির।
কখন সুখের মুখ না পাই দেখিতে।
এই হেতু বৈরাগ্য আশ্রয় করি দেব !
সুখ-অন্বেষণে ভ্রমি দেশদেশান্তরে।
এমনো-বেদনা মোর আর কারো কাছে,
এত দিন পরকাশ করি নাই আমি।
আজি শুধু পরকাশ করিলাম, নাথ !
তোমার নিকটে তাহা দূর করিবারে।

এত বলি, যে রূপে বিলাপ করে দ্বিজ ;
যে রূপে তাহারে দান করিলেন রাজ্য ;
যে রূপে সুখের তত্ত্ব করেন সর্ব্বত্র ;
যে রূপে মধ্যাহ্ন কালে পেলেন প্রান্তরে
মহাক্লেশ ; যে রূপে সে উপবনে আসি
পেলেন তাঁদের দরশন ; আদ্যোপান্ত
বিবরণ বলিলেন, বিস্তার করিয়ে।
শুনিয়ে পুরুষবর ঈষদ্ হাসিয়ে,
করেন আশ্বাস দান। বলেন,—অবশ্য
পাবে সুখ মহারত্ন, তোমরা দুজনে।
সুখের সন্ধান পাবে আমার নিকটে।
এই কথা যেই মাত্র বলিলেন তিনি,
অমনি আনন্দে পূর্ণ হলেন দুজনে।
ভূপতি বলেন ;—শুন শুন দ্বিজবর,
এত বাক্য নয় এত সুধার নির্ঝর।
সুধাই বা কেমনে বলিতে পারি এরে ;
সুধা পান করিলে তবেতো তৃপ্তি হয়।
ইহা পান করিবার প্রয়োজন নাই,
শ্রুতিযুগে স্পর্শ মাত্র মনঃ-প্রাণ হয়
সুশীতল। তাই বলি, পীযূষ হতেও
ইহার অধিক রস, অধিক মহিমা।
এমত সুরস আর কি আছে জগতে ?

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে প্রকৃত-সুখ-দর্শন নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

তেজোময় পদার্থের সংযোগে রহিলে,
নিস্তেজ পদার্থ তেজোময় হয় যেন,
সেইরূপ সে পবিত্র পুরুষ সংসর্গে
থাকিয়ে তাঁদের হল অন্তর পবিত্র।
মহারাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে, নিবেদন
করেন তাঁহারে ;—বল দেব,—বল কৃপা
করি, আপনারা কোন্ মহাজন,—দেব
কি দানব, শ্রবণ শ্রবণে তাহা অতি
সচঞ্চল। যারে দেখি, জন্মে মহারাগ,
তার পরিচয় বিনে, চিত কি ধৈরজ
ধরে, সদা অতি সচঞ্চল ; যেন বাত-
কম্পিত সলিলে তেজো-পদার্থের ছায়া।
শুনি মহাপুরুষ বলেন ধীরে ধীরে ;—
ওহে ধীরবর, তোমাদের সম ভাগ্য-
বান কেবা আছে আর। এখানে আসিতে
সামান্য জনের সাধ্য নয় ; বহু ভাগ্য-
ফলে নর আসে এই স্থলে। কিন্তু তারা
অতিশয় কষ্ট পায়। কষ্ট না পাইলে,
সুখের আস্বাদ বোধ না হয় সুন্দর।

অন্ধকার না থাকিলে আলোকের মর্ম্ম
বোঝা কি যায় হে কভু ? তোমরা দুজনে
মোর বর পুত্র ; অবশ্যই তোমাদের
নিজ পরিচয় দিব। সুখ-বিবরণ
শুনিলেই পাবে বৎস, মম পরিচয়।
সুখ-বিবরণ আমি অবশ্য বলিব।
শুনি তাঁহাদের আর আহ্লাদ না ধরে,
অন্তর-আগারে ; যত ধরে তায়, তাহা
ধরিয়ে হইল পূর্ণ, তিল ধরিবার
স্থল নাই। বলেন ;—কি ভাগ্যোদয় আজি !
এত দিনে পাইলাম সাধনের ধনে !
তাঁদের সে ভাব আমি বর্ণিব কেমনে,
কোথায় উপমা আর পাব এ ভুবনে।
বনে বনে ভ্রমি যেন সুনীতি-নন্দন
ধ্রুব, পাইলেন পদ্মপলাসলোচনে,—
দেবনারায়ণে,—দ্বিজ সাধনের ধনে।
অনন্তর নরপতি কৃতাঞ্জলি পুটে,
নিবেদন করেন তাঁহারে। যার লাগি
এত ক্লেশ,—এত যত্ন পাইয়ে এখানে
এলাম হে দেব ! সেই ধন দান করি,
এ দীন জনের প্রাণ কর সুশীতল ;
আর বিলম্ব না সয়, ওহে মহাশয় !
তোমার শ্রীমুখ-বাণী শুনিলে শ্রবণে,
বাণী বোধ না হয় আমার। বোধ হয়,

যেন মৃতসঞ্জীবনী পরম-ওষধি।
মৃত প্রায় হয়ে আছি সুখের বিরহে,
ওই মহা ওষধি প্রদানে রক্ষা কর।
শুনি স্মিত-বদনে বলেন সুখ দেব ;—
ওরে বৎস, শুন তবে, সে সুখ-কীর্ত্তন।
সুখের বাহন সদা প্রকৃত-সন্তোষ ;
সচিব ধৈরজ ; পত্নী সুকৃতি সুন্দরী ;
প্রফুল্লতা-ঔদার্য্য তাঁহার সুতা-সুত ;
ভগবত্প্রেম তাঁর পরম সুহৃদ্ ;
সুযশ সুখ্যাতি তাঁর কিঙ্কর কিঙ্করী ;
দৃঢ়তা, উদ্যম, রাগ আদি আজ্ঞাকারী
স্বগণ তাঁহার ; বল সৌজন্য সুজন ;
অতিপাপ মহাপাপ অনুপাপ উপ-
পাপ আদি যত পাপ আছে এ জগতে।
কাহারো তাঁহার কাছে আসিতে ক্ষমতা
নাই ; দ্বারকায় জরাসন্ধের যেমন।
সেই সুখ এই আমি ; সেই এ আমার
রমণী সুকৃতি ; সেই এই প্রফুল্লতা,
আর সে ঔদার্য্য নামে তনয় তনয়া।
বাহন সন্তোষ ; আর সচিব ধৈরজ ;
ভগবত্প্রেম বন্ধু ; আর সে সৌজন্য
বল ; রহে অহরহ এই উপবনে।
আহ্বান মাত্রেই তারা আসে হে সমুখে।
সুযশ সুখ্যাতি নামে কিঙ্কর কিঙ্করী,

তারা প্রায় মোর পাশে না রহে কখন,
দূরে-হতে তারা মোর সেবা করে সদা।
নিকটে যদি হে তারা আসে কদাচন,
তবে তাহাদের মোর শত্রু বোধ হয়।
তখন তাদের নাম হয় তোষামোদ,
উপাসনা; তারা মোর বিষম অপ্রিয়।
উদ্যম, দৃঢ়তা, রাগ আদি স্বগণের
অনুগামী যারে দেখি, তারে সমর্পণ
করি, মম সকল স্বজন,—সর্ব্বধন।
অন্য জনে, অন্য ধনে, দানে ক্ষয় পায়;
ইহা দানে কিছু ক্ষয় নাহি হয়, রহে
যেমন তেমনি; বিদ্যাধন যেন ভবে।
তাই ভাজি আমি দিলাম হে তোমাদের
এসব স্বজন,—সর্ব্বধন। দেশে গিয়ে
ইহাদের সঙ্গ-লাভে, কর হে প্রকৃত
সুখ-ভোগ। অন্য জনে স্থান দিতে হয়
নিকেতনে, ইহাদের স্থান দিতে হয়
হৃদি-গৃহে। এই যে উদ্যান এত মোর
হৃদয়-আলয়। সুখিজন হৃদয়ের
এরূপ আকার,—সুখিজন-হৃদয়ের
এই প্রতিকৃতি। এই মম উপদেশ।
ইহা যদি বোধগম্য হয়ে থাকে চিত্তে,
ইহাদের বশে যদি পার হে রাখিতে।
অবশ্য প্রকৃত-সুখ লাভ হবে তবে,

কদাচ আমার বাণী লঙ্ঘন না হবে।
শুনি মহারাজ পুন কৃতাঞ্জলি হয়ে
বলেন,—আমরা আজি হলাম কৃতার্থ,
ভবদীয় এই উপদেশামৃত পানে।
কিন্তু তব রূপক বর্ণনে, আমাদের
সূক্ষ্ম বোধগম্য হল না হে দেব! দিব্য
রূপ দরশন অবতমসে যেরূপ।
স্মিতমুখে সুখ দেব বলেন তাঁহারে;—
অবশ্য বলিব আমি এমন কৌশলে,
যাতে তব হয় হৃদবোধ। যে ভেষজে
রোগীর বিশেষ কোন উপকার নাই,
তাহার সেবনে বিধি দেয় কি ভিষকে?
এত কেন ব্যস্ত তুমি হও হে রাজন্;
যতক্ষণ তোমাদের বিলক্ষণ বোধ-
গম্য না হইবে, ততক্ষণ ক্রমাগত
করিব বর্ণন সুখ-লাভের উপায়।
যেমন অবস্থা যার, তাতেই থাকিবে
সদা তুষ্ট, সন্তোষেতে আরূঢ় হইয়ে;
তাই সন্তোষেরে বলি সুখের বাহন।
যদি বল, যেমন অবস্থা যার, যদি
সে তাহায় তুষ্ট থাকে, তাহার উন্নতি
হইবে কেমনে তবে? একথা যথার্থ
বটে। কিন্তু তায় যদি উদ্যমে সহায়,
আর সহচর করে, অতি অনুরাগে;

আর সেই উদ্যমের সংসর্গে না রহে
যদি কোন পাপ, তবে সুখ লাভ হবে।
পাপের কেবল নানা অসত্ জল্পনা,—
অসত্ কল্পনা, চিত্ত আলোড়িত করে ;
নিরমল নীরে যাদোগণের দৌরাত্ম্য
যেপ্রকার। তাই তাহাদের সুখশত্রু
বলি নাম করেছি নিদেশ, এই ভবে।
ধনিগণ এ উদ্যম-দাস বটে ; কিন্তু
তারা নিরন্তর নানা পাপ-পরায়ণ ;
তবে তাহাদের সুখ জন্মিবে কি রূপে ;
অসত্ চিন্তায় চিত্ত যাদের ব্যাকুল।
ধনে ধনবান বটে তারা, কিন্তু সুখে
নিতান্ত দরিদ্র। তার প্রমাণ পেয়েছ
বৎস, ধনিগণ মাজে। যদি চল বৎস,
সদা এই উপদেশে, করিয়ে যতন,
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

যখন কুকর্ম্মে হয় নিতান্ত প্রবৃত্তি,
তখন যদি হে পার ধৈরজ ধরিতে।
তবে সে কুকর্ম্ম আর ঘটনা না হয়,
কাজে কাজে, কুকর্ম্মের অনুতাপে দগ্ধ
না হয় অন্তর, থাকে পরম প্রসন্ন।
এই হেতু ধৈর্য্য ধীরে বলি সুখমন্ত্রী,
কুকর্ম্মের নিবৃত্তি যে করে, তার সম
সাধু মন্ত্রী,—তার সম পরম হিতৈষী,

কে আছে জগতে ? ওরে বৎস ! ধনী, দীন,
যাজক, সন্ন্যাসী, এই সকল সমাজে,
পাপানল প্রজ্বলিত হইতে দেখেছ,
তায় তাহাদের চিত্ত হতেছে দহন,
চিত্ত দগ্ধ হলে আর সুখ কিবা তথা !
ধৈর্য্যমন্ত্রী কখন সে দিকে নাহি যায়,
তাই তাহাদের দশা হয়েছে এমন ;
তাই ধৈর্য্য মন্ত্রীর মন্ত্রণে দেহ মন ;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

সৎক্রিয়ারে বলি আমি সুকৃতি সুন্দরী;
সে সুকৃতি বিনে কোন জন সুখ-মুখ
দেখিতে না পায়। দেখ, যদি কোন জন,
সলিল, অনল, অহি, শার্দ্দূলাদি হতে,
কারে করে পরিত্রাণ; তার মনে, এই
সুকৃতির ফলে জন্মে কৃত প্রফুল্লতা,
ঔদার্য্য-তরঙ্গ। তাই সুকৃতিরে বলি
সুখভার্য্যা ; প্রফুল্লতা-ঔদার্য্যেরে তাঁর
তনয় তনয়া। কি ধনী, কি ধনহীন,
কাহারো সুকৃতি প্রতি প্রায় প্রেম নাই।
তাই তাহাদের চিত্ত অসুখ-অনলে
দগ্ধ হয় ; প্রফুল্লতা ঔদার্য্য নাহিক
অন্তরে, অন্তরে থাকে নিরন্তর তারা।
কে না জানে, পরপত্নী ভজিলে বিষম

পাপ হয় ; কিন্তু সুকৃতিরে ভজনায়
মহাপুণ্য-ফল ফলে। তাই বলি, যদি
নর সুকৃতিরে স্বীয় প্রাণপ্রিয়া স্বীয়া
নায়িকার সম করে চিরসহচরী,—
মনঃপ্রাণেশ্বরী,—নিজ চরিত-ভূষণ,
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

ভগবত্প্রেম-রস পানে যত সুখ,
কেমনে বর্ণিব তাহা কেবল কথায়।
প্রেমিজন জানে শুধু এ প্রেমের মর্ম্ম।
চকোর বিনে কে আর সুধাংশু সুধার
আস্বাদ বুঝিতে পারে ? চাতকিনী বিনে
ধারা-বারি-মর্ম্ম কেবা বুঝে ? ফণী বিনে
মণিভূষণের গুণ কেবা আর জানে ?
রসজ্ঞ ভাবুক বিনে কাব্য রসে কার
মনোমুগ্ধ হয় ? প্রভাকর-কর-মর্ম্ম
জানে কি কমল বিনে ? তাই বলি, এই
ভগবত্প্রেম-সুখ প্রেমিকের চিতে
ধরে অতি বিশাল মূরতি, সুখ দানে।
পারাবার, আকাশের বিস্তারতা তার
কাছে ক্ষুদ্রতর। যদি বল, নরচিত্ত-
ক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র, তায় সাগর-আকাশ-
বিজয়ী বিশাল মূর্ত্তি ধরিবে কেমনে ?
এই প্রেম-পীযূষের এমন মহিমা,

অল্প স্থলে অনায়াসে বিশাল মূরতি
ধরে। যাঁর অনুগ্রহে,—যাঁর সুকৌশল-
বলে, ক্ষুদ্র নর-দেহে আকাশ পাতাল
সম, মহাকায় মহাশক্তিধর মন
বাস করে। যাঁর শক্তি না পারে এমন
কর্ম্ম নাই ভূমণ্ডলে। তাই বলি, প্রভু-
প্রেমের এ শক্তি বড় বিচিত্রতো নয় ;
তাই এ প্রেমেরে বলি নিত্যসুখ-বন্ধু।
যত ধনী, কি নির্দ্ধনী, সকল সমাজে
এ অমূল্য ধন সদা রহে আচ্ছাদিত ;
অমা নিশা যেন চাঁদে রাখে হে ঢাকিয়ে।
তবে আর তাহাদের সুখ কোথা বল !
রস-রক্ত, শরীরে যেমন সংমিলিত,
সেইরূপ এ প্রেম মিলায়ে শুভ কর্ম্মে,
যদি পার এ ভবে করিতে বিচরণ ;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

সুযশ সুখ্যাতি দাস দাসীর বিষয়,
আগে এক প্রকার করেছি বিবরণ।
তারা যে না আসে কাছে, দূরে থাকি সেবা
করে, তার আছে মর্ম্ম। প্রকৃত সুখের
সুখী শান্ত সুধী-জন-সমুখে সুখ্যাতি
যশ যদি কেহ গান করে, তবে তাঁর
চিত্তে কোন সুখ নাহি হয় ; নতমুখ

হয়ে তিনি বঞ্চেন লজ্জায়। তাই তারা
সুখের নিকটে কভু থাকিতে না পারে,
দূর হতে গুণ-গানে সুখ-সেবা করে।
তাই হে তাদের বলি সুখ-দাস-দাসী।
যতেক দাম্ভিক ধনবানের নিকটে,
থাকি তারা সদা সেবা করে; ভক্ত যেন
সেবা করে ইষ্ট দেবতায়। আপাতত,
তাদের ক্ষণিক সুখ হয় বটে তায়,
কিন্তু সে প্রকৃত-সুখ কখন না হয়।
মোহ-বশে ধনি-জনে নিত্য সুখ-লাভ
আশা ত্যজি, অনিত্য সুখের আশা করে।
ফণি-মণি ত্যজি যেন লয় ফণি-বিষ।
তাই তাহাদের কাছে না দাও আসিতে,
দূরে থাকি তোমাদের করুক সেবন;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

জীবের শরীরে জীব না থাকিলে যেন,
সে শরীর হয় শব; সেইরূপ সর্ব্ব
শুভ কর্ম্মে অনুরাগ, উদ্যম, দৃঢ়তা
না থাকিলে সে সব মঙ্গল কর্ম্ম হয়
শব প্রায়, তায় নাই কোন ফলোদয়।
ক্রিয়া ফলবতী না হইলে কিবা সুখ?
এ হেতু তাদের বলি সুখের স্বজন।
বিষয়-বাসনা-বশে, আর ভোগ-সুখে

প্রমত্ত হইয়ে ধনাঢ্যের,—দরিদ্রের
দুঃখের জ্বালায়, কোন মাঙ্গলিক কর্ম্মে,
অনুরাগ, উদ্যম, দৃঢ়তা নাই কভু;
তবে আর সুখ হবে তাদের কেমনে?
তাই বলি যদি রাগ, উদ্যম, দৃঢ়তা,
অখিল-মঙ্গল-কর্ম্মে থাকে নিরন্তর,
অচল হইয়ে; নগ অচল যেমন;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

সৌজন্য সম্বল বিনে, কারো কোন কর্ম্মে
জয়লাভ না হয় কখন। সৌজন্যই
জগতের চরিত-ভূষণ। ইহা বিনে
মানুষের যত গুণ, সকলি বিফল।
লক্ষ্মী-সরস্বতী সম রূপগুণযুতা
কুলবতী যদি পাতিব্রত ধর্ম্ম-ত্যজে,
তাহার সে রূপ-গুণে যেন শুধু দোষ;
(সেই নারী সংসারের কণ্টক স্বরূপা।
সেতো নারী নয় সেতো কলঙ্ক-পাতাকা।)
তবে আর সৌজন্যহীনের কোথা সুখ!
সৌজন্য-বিহীন নর বিশ্বের অপ্রিয়।
মদগর্ব্বে যত ধনিগণে নাহিক
এ সৌজন্য; দরিদ্রের নাই ইহা শুধু
অন্নের চিন্তায়; তবে তাদের কি সুখ!

তাই বলি কর যদি সৌজন্যে ভজন,
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

যত যত পাপ কর্ম্ম আছে এ জগতে,
সুখের বাধক সবে। পাপক্রিয়া-অব-
সানে, অনুতাপে চিত্ত হয় সচঞ্চল ;
শাখি-শাখা বাত্যাযোগে যেন কম্পমান।
তবে আর পাপকর্ম্মে সুখ কোথা বল!
তাই পাপে সুখ-শত্রু বলি ব্যাখ্যা করি।
ধনি-দীনগণ সদা নানা পাপে রত,
তবে তাহাদের সুখ হবে কি জগতে!
তাই বলি, যদি পাপ কর বরজন,
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য-রতন।

স্বচক্ষে দেখিয়ে আর শুনিয়ে আমার
মুখে, ধনী আর দীন-দরিদ্রমণ্ডলে,
কোন সুখ নাই তার বুঝেছ কারণ।
যত ধর্ম্মযাজক-কুলের যে প্রসঙ্গ
করেছিলে ; তার মাজে যারা ধনবান,
তারা ধনিমণ্ডলে গণিত। যারা অতি
দীন, তারা অতি দীন-দরিদ্রমণ্ডলে
গণ্য। যাহাদের মধ্যবিত্ত বিত্ত, তারা
গণ্য, মধ্যবিত্ত লোক-দলে। ফলে যারা
বিষয়-বাসনা আর ধন-পিপাসায়
সকাতর, তাহাদের ভিন্ন দল, আর

তবে হবে কেমনে বল না! ওই তিন
দলভুক্ত তারা ; এই হেতু তাহাদের
পৃথক্ নিদেশ করি নাই। মুখে ধর্ম্ম
তাদের, চিত্তের কিন্তু অধর্ম্ম-ভূষণ।
মোহিনীর বেশধরা রাক্ষসী যেমন॥

গৃহাশ্রম-ত্যাগী উদাসীনমণ্ডলের
চরিত বিষম অপবিত্র। এই হেতু
তাহাদের পাপ নাম করি নাই আমি।
প্রকৃতির নিয়ম করিয়ে যারা ভঙ্গ,
সংসার আশ্রম-সুখে সতত বঞ্চিত ;
না হয় যাদের হতে প্রজার জনন,
তাদের সমান হেয়, নীচ, পাপী, কেবা?
অপুত্রিকা অপুত্রক বাণী, দেখ কত
কটু, যারে বল, সেই ক্রোধানলে জ্বলে।
গৃহীর এ গালি সম গালি নাই আর।
সাধে সাধে যারা পরে এ গালি-ভূষণ,
তাদের অসাধ্য নাই কোন পাপ-কর্ম্ম।
গ্রাস-আচ্ছাদন হেতু তারা অতি কষ্ট
পায়। তবে আর তাহাদের সুখ কোথা!

মধ্যবিত্ত লোক-মাজে, দেখেছ রে বৎস,
কিছু সুখ ; জেনেছ তো তাহার কারণ।
ভোগসুখ-বিলাসে বিলাসী নয় তারা,
ধন-লালসারতো নিতান্ত দাস নয়,
ধনীর সমান ; আর দুঃখের জ্বালায়

অন্তর কাতর নয় দীনের সমান।
তাই সে তাদের চিত্তে দেশহিতৈষিতা,—
গুণানুরাগিতা গুণ কিছু কিছু আছে।
তাই সে তাদের মনে আছে কিছু সুখ।
কিন্তু ধনী, মধ্যবিত্ত, কি দীনমণ্ডলে
নিত্য-সুখ বিরাজ করিতে পারে সুখে।
যদি ধনবান-কুলে ধন লালসায়,
আর ভোগ-বিলাসেরে করে সদা ধর্ম্ম—
আর ভগবত্প্রেম-সহচর; দন
গণ, যদি ত্যজি বৃথা অন্নচিন্তা, ধন
উপার্জ্জনে করে হে উদ্যম, এই দুই
ধনে সহচর করি; তবে নিত্য সুখ,
ধরিয়ে অপূর্ব্ব রূপ, হয়ে মূর্ত্তিমান,
ঘরে ঘরে ভ্রমে সদা প্রফুল্ল অন্তরে,
সকলের চিত্তধামে। তাই বলি বৎস,
যদি এই উপদেশে কর আচরণ;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন॥

এখন বলি হে উপসংহার সময়ে,
যত শুভ কর্ম্ম আছে, এ ভব সংসারে,
সকলেই আমার স্বজন; তাহাদের
সঙ্গ কভু তিলার্দ্ধ ত্যজ' না; মীন যেন
ত্যজে না জীবন। যত পাপ কর্ম্ম মোর
মহাশত্রু; তাই তাহাদের সদা কাছে

আসিতে না দেবে,—কভু না দেবে আশ্রয়।
কেবা কাল-সর্পেরে দংশিতে দেয় কর,
নিজ মৃত্যু লাগি? আর কি বলিব আমি!
মোর এ সর্ব্বস্ব লয়ে এখন স্বদেশে
গিয়ে, রাগে, সংসার-আশ্রমে রহ সদা,
ওহে ভূপ! রাজ্যপদ করিও গ্রহণ।
ব্রাহ্মণেরে দিও কোন স্বাধীন সম্পদ।
মন্ত্রীরে করিও পুন মন্ত্রিপদ দান।
বিলম্ব কর' না আর দিলাম বিদায়।
মম উপদেশ এই হল সমাধান।
মোর এ সকল উপদেশের সমষ্টি
করিয়ে, হৃদয়-গৃহে যদি স্থান দান
কর, মহামন্ত্রী সম; অচল হইয়ে
যদি চল সেই মতে,—আর চল সেই
পথে; নিজ মনঃপ্রাণ করি সমর্পণ,
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

মহারাজ বলেন;—শুনিয়ে সুখদেব-
শ্রীমুখ-ভারতী, আজি হলাম কৃতার্থ
আমরা দুজনে, পেয়ে আমাদের ইষ্ট
ধনে। কিন্তু ভবদীয় ভাব লাগিয়াছে
মনে। এ ভাবের আর উপমা কি আছে?
সুধাকরে যদি প্রভাকর-প্রভা, আর
কমলের মাধুরী থাকিত, প্রভাকরে

যদি সুধাকর-সুধা কমল-মাধুরী-
রহিত, কমল যদি সুধাংশু-তপন-
ধর্ম্ম পাইত এ ভবে, তবে তারা কিছু
হত উপমান। তবে, তব রস-ভাব
পরিহরি, কেমনে ভবনে ফিরে যাব
পোপকুল-চূড়ামণি নটবর শ্যামে
মধুপুরে রাখি, পোপকুল সহজে কি
ফিরে যায় যরে? রোদনের রবে ঢাকে
গগণমণ্ডল,—চিত বিষম চঞ্চল,—
প্রাণ অতি বিশৃঙ্খল; সাগর মন্থন-
কালে, যাদোগণের যেমন হয় ভাব।
স্মিতমুখে সুখদেব বলেন তাঁহারে,
বাহিরে আমার বাস নয়, সদা থাকি
অন্তরে, অন্তরে আমি তিলেক না থাকি।
পণ করিলাম আমি তোমাদের মনো-
গৃহে রব অহরহ স্বগণ-সহিত,
আর সসম্পদ, মনোগৃহে বোধ-নেত্রে
মোরে সদা দেখিতে পাইবে। বাহিরে যে
মোর বাস নয়, তার প্রমাণ পেয়েছ
ধনিকুলে, আর নিজ রাজ্যভোগে। তাই
হৃদি-গৃহে মোরে রাখ, করি প্রাণপণ;
তবে লাভ হবে সুখ অমূল্য রতন।

প্রকৃত-সুখের মুখ-কমলের বাণী
মধুময়, শ্রুতিযুগে পান করি, রাজা
আর দ্বিজ হইলেন মহা হরষিত।
নিজে সুখদেব সুখ করিলেন দান,
এ সুখের তুলনা আছে কি আর তবে!
ইহার তুলনা শুধু ইহার সহিত।
ব্রহ্মাণ্ডের সহ যেন ব্রহ্মাণ্ড-তুলনা।
অন্য মধুরস পান করে সবে সুখে,
এই বাণী মধুপান করিয়ে শ্রবণে,
পেলেন অভূতপূর্ব্ব সুখ দুই জনে।
অনন্তর, তারা তাঁর চরণ বন্দিয়ে,
ভক্তি ভাবে, যোড় করে, বিদায় লইয়ে,
এলেন স্বদেশে সুখে প্রফুল্ল হইয়ে।
মহাসুখী হল যত রাজ্য শুদ্ধ লোক,
সে দেশ পূরিল শুধু জয় জয় রবে।
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম রঘুমণি,
স্বদেশে এলেন যেন বধিয়ে রাবণ।
মহারাজ আদ্যোপান্ত সব বিবরণ,
বলিলেন বিস্তারিয়ে রাজ্য শুদ্ধ লোকে।
শুনিয়ে সকলে হল অতি সবিস্ময়।
অনন্তর রাজ্যপদ করেন গ্রহণ,
দ্বিজেরে দিলেন কোন স্বাধীন সম্পদ।
মন্ত্রিবরে মন্ত্রিপদে করেন বরণ।

মন্ত্রী তায় মহাতুষ্ট হইলেন মনে,
রঘুবর পুন রাজ্য করিলে গ্রহণ,
ভরত যেমন হয়েছিলেন সুখিত,
মন্ত্রিবর সেইরূপ হলেন সুখিত।
সুখদেব মতে রাজ্য করেন পালন।
তার পুরস্কার পেয়ে প্রসন্নতা-হার,
প্রকৃত-সুখের সঙ্গে করেন বিহার।

ইতি প্রকৃত-সুখ কাব্যে প্রকৃত-সুখভোগ নাম দশম সর্গ।

সম্পূর্ণ।